প্রকল্প বাস্তবায়নে ঃ
সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)
ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল।

সম্ভাবনাময় ও লাভজনক শিল্পের নাম উন্নতজাতের গাভী পালন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ঃ
Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

সম্ভাবনাময় ও লাভজনক শিল্পের নাম উন্নতজাতের গাভী পালন

"চর অঞ্চলে উন্নত জাতের গাভী পালন করে অধিক দুধ উৎপাদন
ও আয়বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-২" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় ঃ

Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ।
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্প বাস্তবায়নেঃ
সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)
ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল ।

বাণী

নির্বাহী পরিচালক
সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল, কৃষিপ্রধান ও দরিদ্র দেশ। দেশ দরিদ্র হলেও এর বিভিন্ন খাত এখনও সম্ভাবনাময়। গাভী পালন তেমনি একটি সম্ভাবনাময় খাত। কৃষি নির্ভর এই দেশের কৃষি উৎপাদনে বিভিন্ন গবাদি প্রাণীর সংগে গাভীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের দেশে পালিত অধিকাংশ গাভীই দেশী জাতের। এদের উৎপাদন আশানুরুপ নয়। চাহিদার তুলনায় অন্যান্য খাদ্যের মত আমাদের দেশে দুধ ও মাংসের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দুধ আমিষের একটি মূল্যবান উৎস। শিশু- কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ ও রোগী সবার জন্য দুধ পুষ্টিকর খাদ্য। শুধুমাত্র শিশু খাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে প্রতি বছর বিপুল পরিমান দুধের চাহিদা রয়েছে। প্রতি বছর কয়েকশত কোটি টাকার কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে দুধ আমদানি করতে হচ্ছে । গাভী পালনে প্রত্যক্ষভাবে যেমন দুধ পাওয়া যায় তেমনি পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় মাংস এবং সৃষ্টি হয় নতুন নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থানের। ৮৫ হাজার গ্রামের বিপুল জনসংখ্যা যাদের সামর্থ্য ও সুযোগ আছে তারা যদি নিজের প্রয়োজনে বাড়িতে ২-৩ টি উন্নত জাতের গাভী পালন করে তাহলে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

গাভী পালনের সাথে সংশিষ্ট ব্যবস্থাপনিক বিষয় যেমন: উন্নত জাতের গাভী নির্বাচন, আদর্শ খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে চরাঞ্চলের খামারীদের উন্নত জাতের গাভী পালনে অভ্যস্থ করে অধিক দুধ উৎপাদন এবং আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর ফেডেক প্রকল্পের অর্থায়নে "চর অঞ্চলে উন্নত জাতের গাভী পালন করে অধিক দুধ উৎপাদন ও আয়বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-২ শীর্ষক" ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

টাংগাইল জেলার সদর উপজেলার চরাঞ্চলে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের আওতায় ৬০০ জন খামারীকে গাভী পালনের উপর প্রশিক্ষণ, উপকরণ এবং সার্বক্ষনিক কারিগরী সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ফলে গাভীর জাত উন্নয়ন সহ গাভী প্রতি দুধ উৎপাদন বেড়েছে। একই সাথে খামারীদের আয় পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি সহ দুধের একটি শক্তিশালী বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে। প্রকল্পের কর্মকান্ডসমূহ, অর্জন এবং প্রভাব মূল্যায়নসহ সার্বিক বিষয় নিয়ে মূল্যায়নভিত্তিক এ পুস্তিকাটি সংকলিত হয়েছে।

পুস্তিকাটি প্রনয়ণ এবং প্রকাশনার সাথে সংশিষ্ট পিকেএসএফ এর কর্মকর্তা এবং এসএসএস কর্মকর্তা সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আব্দুল হামিদ ভূইয়া
নির্বাহী পরিচালক
সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পাতা নং
১	প্রকল্পের সারসংক্ষেপ	৭
২	ভূমিকা	৯
৩	দুধ ও দুধের পুষ্টিমান	১১
৪	মাংস ও মাংসের পুষ্টিমান	১২
৫	খামার পদ্ধতিতে লাইভস্টকের অবদান	১৩
৬	দেশী ও উন্নত জাতের গাভী পরিচিতি	১৪
৭	উন্নত জাতের ঘাসের পরিচিত এবং চাষ পদ্ধতি	১৯
৮	প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট	২১
৯	প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী	২১
১০	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২২
১১	প্রকল্পের কর্ম এলাকা	২২
১২	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ	২৪
১৩	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহ	৩৩
১৪	প্রকল্পের প্রভাব	৩৪
১৫	উপসংহার	৪৬
১৬	চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সুপারিশ	৪৬
১৭	কেস স্টাডি	৪৮
১৮	সংযুক্তি	৫০

প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার কাতুলী, পোড়াবাড়ী এবং হুগড়া ইউনিয়নভুক্ত চরাঞ্চলে গবাদি প্রাণীর জন্য অনুকূল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান বেশী থাকায় এই অঞ্চলে প্রায় সাত সহস্রাধিক পরিবার দীর্ঘকাল ধরে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড হিসেবে দেশীজাতের গাভী পালন করে আসছে। এ সব অঞ্চলের খামারীদের গাভীর জাত উন্নয়ন এবং আদর্শ পদ্ধতিতে গাভী পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১২ সালের ২০শে মার্চ পিকেএসএফ ফেডেক প্রকল্পের অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা এসএসএস, টাঙ্গাইল এর মাধ্যমে "চর অঞ্চলে উন্নত জাতের গাভী পালন করে অধিক দুধ উৎপাদন ও আয়বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-২ শীর্ষক" দুই (০২) বছর মেয়াদী ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটি ১৯ শে মার্চ ২০১৪ সালে অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের আওতায় ৬০০ জন আগ্রহী গাভী পালনকারী খামারীকে গাভীর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সার্বক্ষণিক কারিগরী, প্রযুক্তি, পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গাভীর দুধ দোহন, গুনগত মান অক্ষুন্ন রেখে দুধ সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে খামারী ও গোয়ালাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গবাদি প্রাণীর রোগ-বালাই এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা স্বল্পসময়ে প্রাপ্তির লক্ষে প্রকল্প এলাকার তিন ইউনিয়নে মোট ১০ (দশ) জন লাইভস্টক প্রোভাইডার (এলএসপি) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যেমে তৈরী করা হয়েছে। গরুর জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন সহায়তা সহজলভ্য করতে প্রকল্প এলাকায় ১ (এক)টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বাজার সংযোগ কর্মশালার মাধ্যমে ব্যবসায়ী এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে খামারীদের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। দুধের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং দুধ বাজারজাত-করণ সহজকরণের জন্যে প্রকল্প এলাকায় দুইটি দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। গরুর রোগ-বালাই পরীক্ষা করার জন্য প্রকল্প এলাকায় ১ (এক) টি মিনি ভেটেরিনারি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। ১০০টি ভ্যাকসিনেশন এবং কৃমিনাশক প্রদান ক্যাম্পের মাধ্যমে গবাদিপ্রাণীর টিকা এবং কৃমিনাশক প্রদান করা হয়েছে। ফলে গবাদিপ্রাণীর মৃত্যু ৮.০৩% হতে নেমে ১.৩৮% এসেছে। প্রকল্পভুক্ত সকল খামারীকে গাভীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কার্ড প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে খামারীরা গবাদিপ্রাণীর রোগবালাই, কৃমিনাশক, ভ্যাকসিনেশন, কৃত্রিম প্রজননের রেকর্ড সংরক্ষণ করছে। প্রকল্প থেকে বর্ণিত কর্মকান্ডগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশী গাভীর দৈনিক দুধ উৎপাদন ১.১ লি এবং উন্নত ক্রস গাভীর দৈনিক দুধ উৎপাদন ১.৬ লিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পভুক্ত মোট খামারীদের (৬০০জন) দৈনিক মোট দুধ উৎপাদন পূর্বের তুলনায় ৩৮.৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একটি উন্নত দেশী গাভী পালনের মাধ্যমে বাৎসরিক আয় ৭১.২৪% এবং একটি উন্নত জাতের ক্রস গাভী পালন করে বাৎসরিক আয় ৫১.৯৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের প্রভাবে ইতিমধ্যেই পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে গাভী পালন ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং নতুন করে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আশা করা হচ্ছে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসাবে ধীরে ধীরে এ সাব-সেক্টর আরো অনেক বেশি বিকশিত হবে এবং আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে আরো বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

ভূমিকা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষি ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলোর কেন্দ্রস্থলে বাংলাদেশ অবস্থিত এবং বিস্তৃতি ২০°৩৪ হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ হতে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। কৃষিপ্রধান ও জনবহুল আমাদের এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষিকাজের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। আর এই কৃষির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে প্রাণিসম্পদ। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাণীসম্পদ একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।। সেই সাথে উপযুক্ত প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রাণীসম্পদ খাতকে আজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনের একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করেছে। দেশের বেকার জনগোষ্ঠী এবং মহিলারা প্রাণীসম্পদ পালনে সম্পৃক্ত হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছেন। বর্তমান সরকার পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ২০১১-১২ অর্থ বছরে আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ২.৫ ভাগই আসে প্রাণিসম্পদ থেকে (সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৩)। কৃষি নির্ভর অর্থনীতির বাংলাদেশে বিগত প্রায় দুই দশক ধরে প্রাণীজ খাতগুলো যেমন- পোল্ট্রি, মৎস্য এবং ডেইরী খাতসমূহ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ সমৃদ্ধ এ খাতসমূহের সাথে প্রায় ১ কোটির উপরে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং আরো ৫০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। এ খাতের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর উপরই নির্ভর করছে এ দেশের ১৬ কোটি মানুষের দৈনন্দিন আমিষ পুরণের মহান দায়িত্ব। বর্তমানে কৃষি, শিল্প এবং খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আত্মকর্মসংস্থানে প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। আমাদের দেশের প্রাণিসম্পদের মধ্যে গাভী পালন অন্যতম এবং বর্তমানে দেশে গরুর সংখ্যা প্রায় ২৩.২০ মিলিয়ন (সূত্রঃ বিবিএস, ২০১২)। আমাদের দেশে পালিত অধিকাংশ গাভী অনুন্নত ও কম উৎপাদনশীল। পূর্বে এদেশের লোকসংখ্যা ছিল কম, চারণভূমি ছিল প্রচুর। তখন সনাতন পদ্ধিতে দেশী গাভী পালন করে দুধ ও মাংসের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল। কিন্ত বর্তমানে বর্ধিত জনসংখ্যার আমিষজাতীয় খাদ্যের চাহিদা মেটানো দূরূহ হয়ে পড়েছে। সেজন্য দেশী গাভী সংকরায়নের মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভী উদ্ধাবন করা হয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে যেসব গাভী পাওয়া যায় তা হলো দেশী গাভী, রেড চিটাগাং, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ, লোকাল শাহীওয়াল ক্রস, লোকাল ফ্রিজিয়ান ক্রস, লোকাল সিন্ধি ক্রস এবং লোকাল জার্সি ক্রস।

গ্রাম বাংলার কৃষকের কাছে গাভী পালন একটি প্রাচীন পেশা বিশেষ করে নদী অববাহিকা ও চর অঞ্চলে গাভী পালন অত্যন্ত লাভজনক পেশা। প্রত্যন্ত চর অঞ্চলে গাভী পালন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই সম্পদের যথাযথ যত্ন নিলে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা (দুধ ও মাংস) পূরণের সাথে পারিবারিক জ্বালানী চাহিদা এবং নগদ অর্থেরও প্রাপ্তি ঘটে। কৃষি নির্ভর এই দেশের কৃষিকাজে বিভিন্ন গবাদি প্রাণীর সঙ্গে গাভী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে দুধ ও মাংসের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দৈনিক দুধ ও মাংসের চাহিদা যথাক্রমে ২৫০ মিলি ও ১২০ গ্রাম। চাহিদার তুলনায় দৈনিক জন প্রতি দুধ ও মাংসের প্রাপ্ততা যথাক্রমে ৬০-৮০ মিলি ও ৪০ গ্রাম (সূত্রঃ ------)। এই ঘাটতি পূরণ সহ মানুষের সুস্থ ও সবলভাবে বেচেঁ থাকার জন্য আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য (দুধ ও মাংস) এর বিকল্প নেই। দুধ ও মাংস আমিষের একটি মূল্যবান উৎস। শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ ও রোগী সবার জন্য দুধ পুষ্টিকর খাবার। শুধুমাত্র শিশু খাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ দুধের চাহিদা রয়েছে। প্রতি বছর কয়েক শত কোটি টাকার কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আমদানী করতে হচ্ছে দুধ।

বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে গবাদিপ্রাণি রয়েছে ১৪৫ টি। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এই সংখ্যা মাএ ৯০, চীনে ১৪, ব্রাজিলে ২০ (সুত্রঃ ------)। কিন্তু উৎপাদনের দিক দিয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে। গাভী প্রতি উৎপাদন ভারতের তুলনায় এক-পঞ্চমাংশ (সুত্রঃ ------)। উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার মূল কারণ মূলত পুষ্টির অভাব, রোগ-বালাই, ব্যবস্থাপনিক দুর্বলতা এবং উন্নত জাতের অভাব। তবে গাভীকে সঠিক পুষ্টি প্রদান, উন্নত ব্যবস্থাপনায় লালন পালন এবং চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে দৈহিক ওজন এবং গাভী প্রতি উৎপাদন কয়েকগুন বৃদ্ধি করা সম্ভব। গাভী পালন অধিক লাভজনক হওয়ায় অনেকে এখন গাভী পালন করছেন। গাভী পালন করার ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, যথাযথ কারিগরী পরামর্শ, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বর্নিত সমস্যা দূর করা গেলে নি:সন্দেহে এ খাত আমাদের অর্থনীতিতে আরো অনেক বেশি অবদান রাখতে পারবে। ফলে একদিকে যেমন খামারীদের আয় বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে এ সাব-সেক্টরে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি কর্মকান্ডে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) Project এর আওতায় ২০১২ সালে সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস), টাঙ্গাইল এর মাধ্যমে " চর অঞ্চলে উন্নত জাতের গাভী পালন করে অধিক দুধ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার ৬০০ জন গাভীপালনকারী খামারীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন শুরু করে ২০শে মাচ ২০১৪ সালে সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ৬০০ জন গাভীপালনকারী প্রকল্প থেকে প্রযুক্তি, কারিগরী, চিকিৎসা এবং পরামর্শ সেবা গ্রহণের মাধ্যমে আদর্শ পদ্ধতিতে গাভী পালন করে পূর্বের তুলনায় গাভী থেকে বেশি দুধ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের আয়ও উলেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় গাভী পালনের ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন এসেছে এবং ইতিমধ্যে প্রকল্প এলাকাটি গাভী পালনের ক্লাষ্টার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

দুধ ও দুধের পুষ্টিমান

এক বা একাধিক স্বাস্থ্যবতী গাভী বাচ্চা দেওয়ার ১৫ দিন পূর্বে এবং ৫ দিন পর মোট ২০ দিন ব্যতীত অন্য সময় গাভীর ওলান গ্রন্থির পূর্ণ শারীরিক দোহনে কলস্ট্রামমুক্ত এবং ৩.৫ % ফ্যাট বা চর্বি এবং ৮.৫ % চর্বিবিহীন কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত যে নিসৃত পদার্থ পাওয়া যায় তাকে দুধ বলা হয়ে থাকে। প্রতিটি নবজাতকের প্রধান খাদ্য হলো দুধ। দুধের মধ্যে নবজাতকের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদানই থাকে। এছাড়া দুধ মানুষের জন্যে একটি আদর্শ খাদ্য হিসেবে সুপরিচিত। দুধে বিদ্যমান প্রধানত উপাদানগুলো হলোঃ -১) পানি, ২) চর্বি বা ফ্যাট, ৩) প্রোটিন, ৪) ল্যাকটোজ, ৫) খনিজ পদার্থ, এবং ৬) ভিটামিন। দুধই একমাত্র খাদ্য যাহার সমস্ত অংশই খাদ্য হিসাবে গ্রহণীয়। নিম্নলিখিত কারণে দুধকে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়ঃ

- দুধ সুস্বাদু খাদ্য।
- ইহা সহজ পাচ্য।
- দুধ শিশুর জন্য ভারসাম্য রক্ষাকারী খাদ্য।
- দুধ বয়স্কদের জন্য একটি অপূর্ব খাদ্য।
- দুধ ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ এবং
- দুধ দিয়ে নানাবিদ মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য তৈরী করা হয় যেমনঃ ঘি, দই, মিষ্টি, পনির, পুডিং, লাচ্ছি ইত্যাদি।

গাভীর দুধের পুষ্টিমানঃ

উপাদান	পরিমান
পানি	৮৭.৩%
চর্বি	৩.৭%
ল্যাকটোজ	৪.৫%
আমিষ	৩.৮%
খনিজ	০.৭%

মাংস ও মাংসের পুষ্টিমান

প্রাণীর শরীরের যে অংশ আহার্য হিসাবে জবাই করার পর গ্রহণ করা হয সাধারণত: তাকেই মাংস বলে। মাংস হলো একটি প্রাণীর ঐচ্ছিক পেশীর পরিষ্কার, সুষ্ঠ এবং ভোজ্য অংশ। মাংস মানুষের খাদ্যের অত্যন্ত মূল্যবান অংশ। কারণঃ

- ইহা প্রাণীজ আমিষের একটি উত্তম উৎস যা জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড দ্বারা গঠিত।
- মাংস দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে থাকে।
- মাংস সকল প্রকার ভিটামিনের একটি উত্তম উৎস।
- ইহা সহজে পরিপাচ্য। সুপাচ্য মাংসের পরিপাচ্যতা ৯৫ শতাংশ।

১০০ গ্রাম গরুর মাংসে বিদ্যমান পুষ্টিসমূহ:

উপাদান	পরিমান
পানি	৭২-৭৩ %
চর্বি	২.৮-৩.৮%
আমিষ	২২-২৩%
বিপাকীয় শক্তি	৪৯৮ মে.জুল
কোলেস্ট্রেরল	৫০ মিলিগ্রাম
ক্যালসিয়াম	৪.৫ মিলিগ্রাম
ফসফসরাস	২১৫ মিলিগ্রাম
পটাশিয়াম	৩৬৩ মিলিগ্রাম
সোডিয়াম	৫১ মিলিগ্রাম

খামার পদ্ধতিতে লাইভস্টকের অবদান

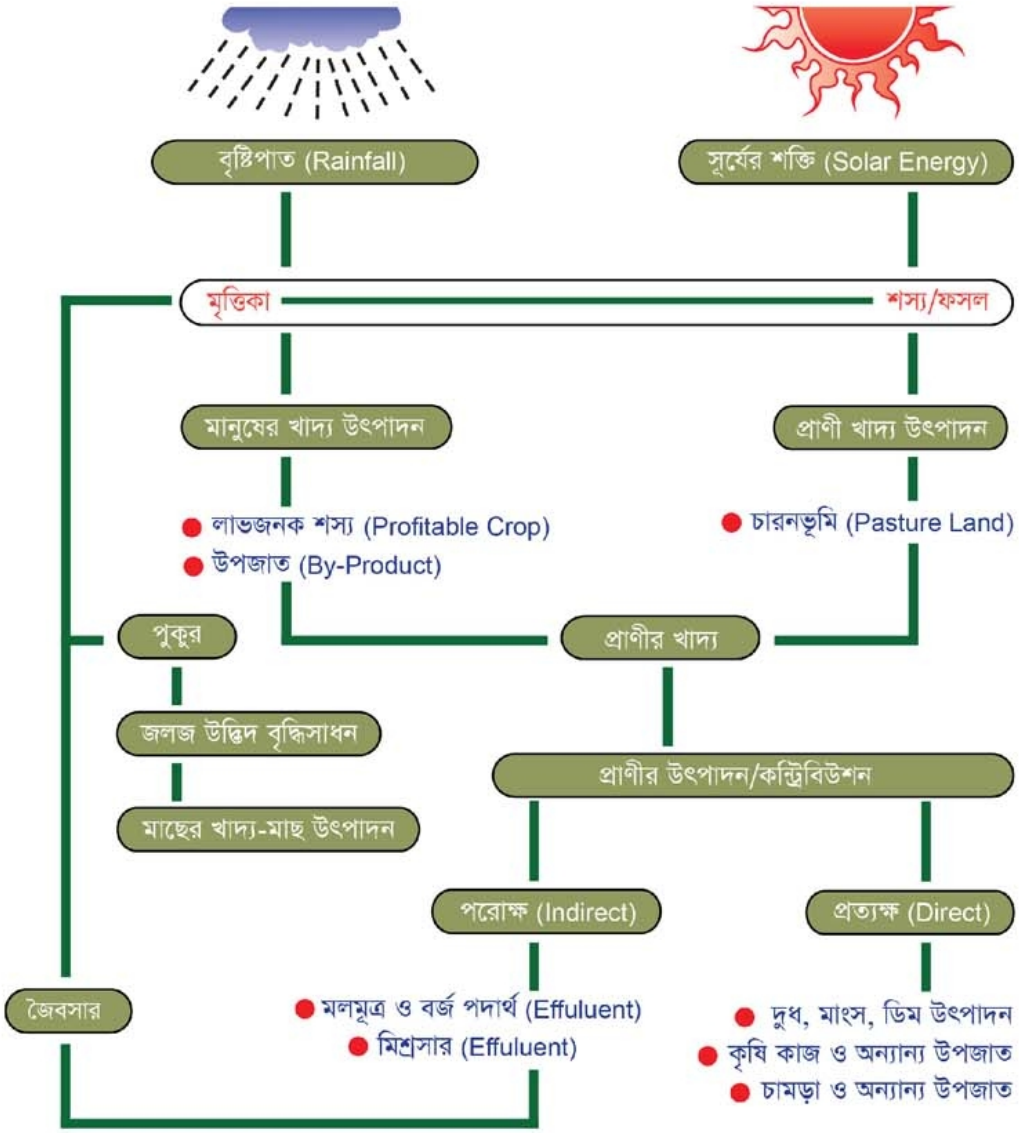

চিত্রঃ খামার পদ্ধতিতে লাইভস্টকের অবদান

দেশী ও উন্নত জাতের গাভী পরিচিতি

"গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ এবং গোয়ালভরা গরু" এ হলো বাঙালী জাতির ঐতিহ্য। আমাদের দেশে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে গরুই প্রধান। দেশের প্রায় প্রতিটি কৃষক পরিবার সুদূর অতীত থেকে তাদের কৃষিকাজে হালচাষ সহ পারিবারিক দুধের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে দু'চারটি করে গরু পালন করে আসছে। বর্তমানে গাভী পালন কৃষিকাজের হাতিয়ার এবং পারিবারিক দুধের চাহিদা পূরণের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ব্যবসার একটি অন্যতম হাতিয়ারে পরিনত হয়েছে। ফলে দিনে দিনে দেশী গাভী উন্নত হচ্ছে পাশাপাশি উন্নত জাতের গাভীও পালন করা হচ্ছে। গ্রামের পাশাপাশি আজকাল শহর ও শহরতলীতেও গাভী পালন করা হচ্ছে। পৃথিবীতে উন্নত জাতের গাভীর অনেক জাত রয়েছে। এর মধ্যে যে সকল উন্নত জাতের দেশী ও ক্রস গাভী (সংকর জাতের গাভী) আমাদের দেশে তথা প্রকল্প এলাকায় পাওয়া যায় এবং প্রকল্পভুক্ত খামারীরা পালন করছে সে সকল গাভীর জাত পরিচিত খামারীদের সুবিধার জন্যে সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে দেয়া হলো ঃ

- দেশী গাভী
- ফ্রিজিয়ান ক্রস গাভী
- শাহীওয়াল ক্রস গাভী
- জার্সী ক্রস গাভী
- সিন্ধি ক্রস গাভী

জাত	জন্ম ওজন (কেজি)	বয়:প্রাপ্তি কাল (দিন)	দুধ উৎপাদন (লি./দিন)	দুধ উৎপাদন কাল (দিন)	বাচ্চা প্রসবের পর ১ম গরম হওয়া (দিন)	প্রতি গর্ভধারণে পাল সংখ্যা
উন্নত দেশী গাভী	১৬-১৮	৯৮০-১১২৬	২.০-২.৫	১৭০-২২৭	১২১-১৬২	১.৮-২.০

উন্নত দেশী গাভী

জাত	জন্ম ওজন (কেজি)	বয়:প্রাপ্তি কাল (দিন)	দুধ উৎপাদন (লি./দিন)	দুধ উৎপাদন কাল (দিন)	বাচ্চা প্রসবের পর ১ম গরম হওয়া (দিন)	প্রতি গর্ভধারণে পাল সংখ্যা
ফ্রিজিয়ান ক্রস গাভী	১৯-২৪	৯২০-১০২২	৩.৫-১২.০	২৯৫-৩৩০	৮৫-১৫৫	১.৬-২.৪৪

ফ্রিজিয়ান ক্রস গাভী

জাত	জন্ম ওজন (কেজি)	বয়:প্রাপ্তি কাল (দিন)	দুধ উৎপাদন (লি./দিন)	দুধ উৎপাদন কাল (দিন)	বাচ্চা প্রসবের পর ১ম গরম হওয়া (দিন)	প্রতি গর্ভধারণে পাল সংখ্যা
শাহীওয়াল ক্রস গাভী	১৬-১৮	৯৮০-১১২৬	২.০-২.৫	১৭০-২২৭	১২১-১৬২	১.৮-২.০

শাহীওয়াল ক্রস গাভী

জাত	জন্ম ওজন (কেজি)	বয়:প্রাপ্তি কাল (দিন)	দুধ উৎপাদন (লি./দিন)	দুধ উৎপাদন কাল (দিন)	বাচ্চা প্রসবের পর ১ম গরম হওয়া (দিন)	প্রতি গর্ভধারণে পাল সংখ্যা
জার্সী ক্রস গাভী	১৭-২০	৮৫৫-১১০১	২.৫-৫.০	২৮০-৩০৫	১২০-২৩৮	১.৫-২.০

জার্সী ক্রস গাভী

জাত	জন্ম ওজন (কেজি)	বয়:প্রাপ্তি কাল (দিন)	দুধ উৎপাদন (লি./দিন)	দুধ উৎপাদন কাল (দিন)	বাচ্চা প্রসবের পর ১ম গরম হওয়া (দিন)	প্রতি গর্ভধারণে পাল সংখ্যা
সিন্ধি ক্রস	১৬-২২	১০৫৮-১১২৪	৩.৫-৭.০	২৫৮-২৮০	১২৭-২০৩	১.৪৮-২.০

সিন্ধি ক্রস

ভাল দুধাল গাভী নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

যেসব গাভী সন্তোষজনক পরিমাণ দুধ দেয় তাদের ভাল দুগ্ধবতী গাভী বলা হয়। সাধারণত দুগ্ধবতী গাভীর দুধের পরিমাণ দেখে দুগ্ধবতী গাভীর মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এছাড়া শুষ্ক গাভী, গর্ভবতী গাভী যখন দুধ দেয় না এবং বকনা অবস্থায়ও কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখে এরা দুগ্ধবতী হবে কিনা তা বোঝা যায়। উৎকৃষ্ট গাভীর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে ঃ

দৈহিক গঠনঃ বৃহৎ দেহ, ঝুড়িশিথিল পা, চওড়া কপাল, ছোট মাথা, চামড়া পাতলা, বুক বেশ গভীর ও প্রশস্ত এবং দেহ অতিরিক্ত মাংসল ও চর্বি বহুল হবে না।

গোঁজ আকৃতির দেহঃ ভাল জাতের গাভীকে পিছনের দিক থেকে গোঁজাকৃতির ন্যায় দেখা যাবে। প্রশস্ত চওড়া পাছা ও পিছনের পা দুটোর মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকবে যার ফলে ওলান বড় হওয়ার সুযোগ থাকে।

ওলান ও বাঁটঃ ওলান বেশ বড়, চওড়া, মেদহীন ও কক্ষগুলো সামাঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাঁটগুলো প্রায় একইমাপের এবং পরস্পর থেকে সমান দূরে হবে।

দুধের শিরাঃ গাভীর পেটের নিচে ওলানের সাথে সংযুক্ত শাখা প্রশাখাযুক্ত দুধের শিরা থাকবে।

প্রকৃতিঃ দুগ্ধবতী গাভী শান্ত, ধীর স্থির মাতৃভাবাপন্ন প্রকৃতির হবে।

বয়সঃ সাধারণত একটি গাভী প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত বাচ্চা ও দুধ উৎপাদন করে। সুতরাং গাভীর বয়স জানা আবশ্যক।

দুধ উৎপাদনঃ পর্যাপ্ত দুধ উৎপাদনকারী গাভী উৎকৃষ্ট হিসাবে বিবেচিত হয়। দুধে চর্বির পরিমাণ যাচাই কওে গাভীর উৎকৃষ্টতা বিচার করা প্রয়োজন।

ভাল দুধাল গাভী

গাভী থেকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন

স্বাস্থ্যসম্মত দুধ মানুষের শরীরের জন্যে যতটা প্রয়োজনীয় তেমনী অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও গাভী থেকে সংগৃহিত দুধ মানুষের শরীরের জন্যে ততটা ক্ষতিকর। এ ধরনের দুধ মানুষের শরীরের জন্যে বিভিন্ন ধরনের দুধ বাহিত রোগ যেমন: ডায়রিয়া, ডিপথেরিয়া, টিউবারকিউলোসিস ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকে। এ জন্যে গাভী থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুধ দোহন অত্যন্ত জরুরী। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গাভী থেকে দুধ উৎপাদনের জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করা প্রয়োজনঃ

- গাভীকে শান্ত অবস্থায় আরামদায়ক পরিবেশে রেখে দুধ দোহন করতে হবে।
- পরিষ্কার স্থানে গাভীকে রেখে পরিষ্কার পাত্রে দুধ দোহন করতে হবে।
- দুধ দোহনের পূর্বে গাভীকে কিছু পরিমান দানাদার খাদ্য প্রদান করা ভালো।
- দুধ দোহনের পূর্বে গাভীকে গোসল করানো উচিত।
- ন গোসল করানো সম্ভব না হলে গাভীর ওলান পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
- ওলান ধুয়ে নেয়ার পর পরিষ্কার জীবানুমুক্ত কাপড় দিয়ে মুছে দিলে ভাল হয়।
- দুধ দোহনের পূর্বে দোহনকারীর হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
- দুধ দোহনকারীর হাত চুলকানী বা ঘা মুক্ত হতে হবে।
- দুধ দোহনের সময় শরীরের কোন অংশ হাত দিয়ে চুলকানো যাবে না।
- দুধ রাখার পাত্র পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।
- প্রতিবার দুধ দোহনের পর পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে রোদে ভালোভাবে শুকাতে হবে।
- ছোট মুখওয়ালা পাত্রে দুধ দোহন করা ভাল যাতে করে দুধ ছিটকে না পড়ে।
- সকাল ৮ টার মধ্যে এবং বিকেল ৫ টার মধ্যে দুধ দোহন করা ভাল।
- বাছুরের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান দুধ রেখে দোহন সম্পন্ন করলে সুস্থ সবল বাছুর পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন

উন্নত জাতের ঘাসের পরিচিতি এবং চাষ পদ্ধতি

প্রকল্পের আওতায় যে সব উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং (নেপিয়ার) সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রকল্পভুক্ত খামারীদের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে সে সকল ঘাসের পরিচিত, পুষ্টিমান এবং চাষ পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলোঃ

নেপিয়ার ঘাস :

এটি একটি বহুবর্ষী ঘাস যা একবার লাগালে ৪-৫ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন চৈত্র মাস। জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের যে কোন ধরনের মাটি এমনকি পাহাড়ী ঢাল ও লবণাক্ত জমিতেও এ ঘাস জন্মে।

কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান (প্রতি কেজি ঘাসে) ঃ শুষ্ক পদার্থ ২৫০ গ্রাম, জৈব পদার্থ ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন ২৫ গ্রাম ও বিপাকীয় শক্তি ২.০ মেগাজুল।

চাষ পদ্ধতি ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তমরুপে জমি চাষ দিতে হবে। বন্যা পরবর্তীতে কাদামাটিতে চাষ ছাড়াই রোপন করা যায়। হেঃ প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/মোথা প্রয়োজন। লাইন থেকে লাইন ও কাটিং থেকে কাটিং এর দুরত্ব যথাক্রমে ৭০ সে. মি. এবং ৩৫ সে. মি.।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ জমি প্রস্তুতকালে হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি সার দিতে হবে। পরবর্তীতে ঘাস লাগানোর ১ মাস পরঃ হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইফরিয়া এবং প্রতি কাটিং পরঃ হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে।

সেচ পদ্ধতি ঃ খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর পানি সেচ দিতে হবে।

ঘাস কাটার সময় ঃ গ্রীষ্মকালে ৩০-৪৫ দিন পর পর এবং শীতকালে ৫০-৬০ দিন পর পর (সেচ সুবিধা সাপে ক্ষে) ঘাস কাটার যায়।

কাটিং সংখ্যা/বৎসর ঃ ১ম বছর ৬-৮ বার এবং পরবর্তী বছরগুলোতে ৮-১০ বার ঘাস কাটিং করা যায়।

ঘাস উৎপাদন ঃ ঃ ১৫০-২০০ টন/হেক্টর/বছর।

জার্মান ঘাস :

জার্মান ঘাস অনেকটা লতা জাতীয় ঘাসের মতো। ইহা উঁচু, নীচু, ঢালু, জলাবদ্ধ, স্যাঁতস্যাঁতে এবং অন্য কোন ফসল বা শস্য হয় না ঐ সমস্ত জমিতে চাষ করা যায়। এ ঘাস গোবর সার ও গো-শালা বিধৌত পানিতে খুব ভাল জন্মে। এ সমস্ত জমিতে কোন সারের দরকার হয় না।

কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান (প্রতি কেজি ঘাসে) ঃ শুষ্ক পদার্থ ২৫০ গ্রাম, জৈব পদাথ ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন ১৮ গ্রাম এবং বিপাকীয় শক্তি ২.৫ মেগাজুল ।

চাষ পদ্ধতি ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তমরুপে জমি চাষ দিতে হবে। বন্যা পরবর্তীতে কাদামাটিতে চাষ ছাড়াই রোপন করা যায়। হেঃ প্রতি ২৮-৩০ হাজার কাটিং প্রয়োজন হয়। লাইন থেকে লাইন ও কাটিং থেকে কাটিং এর দুরত্ব যথাক্রমে ৫০ সে. মি. এবং ২৫ সে. মি. ।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ জমি প্রস্তুতকালে হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি সার লাগে। ঘাস লাগানোর ১ মাস পরঃ হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইফরিয়া এবং প্রতি কাটিং পরঃ হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে ।

সেচ পদ্ধতি ঃ খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হয় ।

ঘাস কাটার সময় ঃ গ্রীষ্মকালে ৩০-৩৫ দিন পর পর এবং শীতকালে ৩৫-৪৫ দিন পর পর (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে) ঘাসের কাটিং করা যায়।

কাটিং সংখ্যা/বৎসর ঃ ১ম বছর ৬-৭ বার এবং পরবর্তী বছরগুলোতে ৮-১০ বার কাটিং করা যায়।

ঘাস উৎপাদন ঃ ঃ ১৩০-১৫০টন/হেক্টর/বছর।

জাম্বু ঘাস ঃ

এটি একটি বহুবর্ষী ঘাস। একবার লাগালে ২-৩ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন চৈত্র মাস। জলাবদ্ধ, লবণাক্ত ও পাহাড়ী ঢাল ছাড়া সব ধরনের মাটিতেই এ ঘাস জন্মে।

কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান (প্রতি কেজি ঘাসে) ঃ শুষ্ক পদার্থ ১৯০ গ্রাম, জৈব পদার্থ ১৮০ গ্রাম, প্রোটিন ২১ গ্রাম এবং বিপাকীয় শক্তি ১.৯৫ মেগাজুল ।

চাষ পদ্ধতি ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তমরুপে জমি চাষ দিতে হবে। বন্যা পরবর্তীতে কাদামাটিতে চাষ ছাড়াই রোপন করা যায়। প্রতি হেক্টরে ৭-১০ কেজি বীজ বপণ করতে হবে। অথবা হেঃ প্রতি ৩৫-৪০ হাজার মোথা প্রয়োজন। লাইন থেকে লাইন ও কাটিং থেকে কাটিং এর দুরত্ব যথাক্রমে ৭০ সে. মি. এবং ৩৫ সে. মি. ।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ জমি প্রস্তুতকালে হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি সার দিতে হয়। ঘাস লাগানোর ১ মাস পরঃ হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া এবং প্রতি কাটিং পরঃ হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া দিতে হয় ।

সেচ পদ্ধতি ঃ খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর এবং খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হয় ।

ঘাস কাটার সময় ঃ গ্রীষ্মকালে ৩০-৩৫ দিন পর পর এবং শীতকালে ৩৫-৪৫ দিন পর পর (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে) ঘাস কাটিং করা যা য়।

কাটিং সংখ্যা/বৎসর ঃ ১ম বছর ৫-৬ বার এবং পরবর্তী বছরগুলোতে ৭ -৮ বার কাটিং করা যায়।

ঘাস উৎপাদন ঃ ঃ ১০০-১৫০ টন/হেক্টর/বছর।

প্রকল্প গ্রহনের প্রেক্ষাপট

টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার তোরাপগঞ্জ ও বেগুনটাল অঞ্চলে বিস্তীর্ণ চরে দীর্ঘদিন যাবৎ জনসাধারণ গাভী পালন করে আসছে। এ সকল চরাঞ্চলে অন্য অঞ্চল থেকে গবাদি পশুর প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান বেশী থাকায় এ অঞ্চলের সাত সহস্রাধিক পরিবার আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড হিসেবে গাভী পালন করছে। এ অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ২-৩টি করে গাভী রয়েছে। এলাকাটি বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল বলে জনগণ অপেক্ষাকৃত কম সচেতন বিধায় গাভী পালনের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে গাভী পালনের ক্ষেত্রে আদর্শ পদ্ধতি যেমন- সঠিক জাতের গাভী নির্বাচন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, সময়মত গাভীকে টিকা প্রদান, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন ইত্যাদি অনুসরণ করতে পারছে না। সচেতনতার অভাবে তারা গবাদিপশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা স্থানীয় সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করতে পারছে না। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার অভাবে এ অঞ্চলে গাভীর মৃত্যুর হার বেশী। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে দুধ বাজারজাতকরণের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নেই। এতে করে একদিকে যেমন দুধের উৎপাদন কম হয় অন্যদিকে দুধ বিক্রি করার জন্যে গাভী পালনকারীদের দুরবর্তী স্থানে যেতে হয়। ফলে ইচ্ছে থাকা সত্বেও খামারীরা কাংখিত মাত্রায় দুধ উৎপাদন করতে পারছে না, ফলে খামারীরা গাভী পালনের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সকল খামারীদের উপযুক্ত কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করা হলে তারা উন্নত জাতের গাভী পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। উন্নতজাতের গাভীর সংখ্যা বাড়বে, গাভীর মৃত্যুর হার কমবে, দুগ্ধ উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং গাভী পালনকারীদের আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার চরাঞ্চলের গাভী উপ-খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে খামারীদের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস), টাঙ্গাইল এর মাধ্যমে দুই (০২) বছর মেয়াদী "চর অঞ্চলে উন্নত জাতের গাভী পালন করে অধিক দুধ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" শীর্ষক একটি ভ্যালু চেইন প্রকল্প গ্রহণ করে।

প্রকল্পের সাধারন তথ্যাবলী :

প্রকল্পের মেয়াদকাল	ঃ দুই (২) বছর।
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ঃ মার্চ ২০১২ থেকে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত।
প্রকল্পের উপকারভোগী	ঃ গাভী পালনকারী উদ্যোক্তা।
প্রকল্পের উপকারভোগী উদ্যোক্তা	ঃ (৬০০) জন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা	ঃ টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার চরাঞ্চলের কাতুলী, পোড়াবাড়ী এবং হুগড়া ইউনিয়নভুক্ত ৩০টি গ্রাম।
প্রকল্পের মোট বাজেট	ঃ ৫৮,৭৭,০৮১ টাকা (মোট টাকার মধ্যে পিকেএসএফ এর অংশ ৬০%, এসএসএস এর অংশ ৪০%)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ঃ

গাভী পালনে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার করে গাভীর জাত উন্নয়ন এবং দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খামারীদের আয় বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য ঃ

ক) খামারীদের উন্নত জাতের গাভী পালন বিষয়ে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান।

খ) কৃত্রিম প্রজনন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গরুর জাত উন্নয়ন করা।

গ) দুধের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

ঘ) গাভী পালনকারী উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি করা।

ঙ) বাজারজাতকরণ সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা :

প্রকল্পের কর্ম এলাকা হিসাবে টাংগাইল জেলার সদর উপজেলার আওতাধীন কাতুলী, পোড়াবাড়ী এবং হুগড়া ইউনিয়নের মোট ৩০টি গ্রাম নির্বাচন করা হয়। এসব ইউনিয়নের আনুমানিক নয় হাজার দরিদ্র জনগোষ্ঠী গাভী পালনের সাথে সংযুক্ত। চর সংলগ্ন এ এলাকাতে প্রচুর চারনভুমি থাকায় এখানকার উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী গাভী পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রকল্পের প্রভাবে ইতিমধ্যে এ এলাকাগুলোতে উন্নত জাতের গাভী পালন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারন ঘটেছে এবং নতুন করে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আশা করা হচ্ছে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসাবে ধীরে ধীরে এ সেক্টর আরো অনেক বেশি বিকশিত হবে এবং আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে আরো বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম
টাঙ্গাইল	সদর উপজেলার চরাঞ্চল	কাতুলী	বাগবাড়ী, চৌবাড়ীয়া, কড়াইল, কাতুলী, ভবানীপুর, পারবহুলী, আলোকদিয়া, ডুবাইল, ইশাপাশা, খুরশিলা, নন্দীবয়রা, জুগিরবয়রা, খোলাবাড়ী, রশীদপুর
		পোড়াবাড়ী	বাউসাঈদ, খারজানা
		হুগড়া	চর ফতেপুর, চিনাখালী, ওমরপুর, গোপালকেইটিন, হুগড়া, মেইশারচর, ধুলবাড়ী, কৃষ্টনগর, ডৌহাজানী, কাশিনগর, ভাংগাবাড়ী, রামনগর, বেগুনটাল, নরসিংহপুর ।

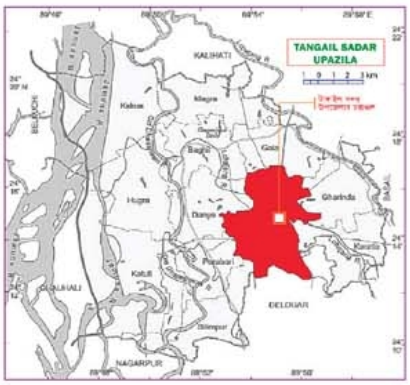

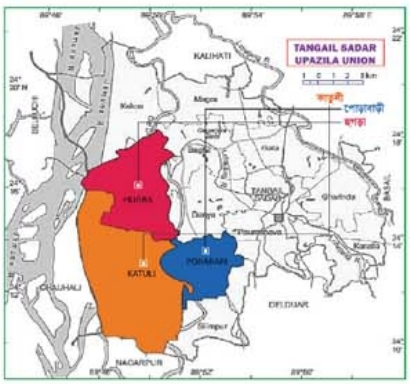

গাভী পালন সাব-সেক্টর ভ্যালু চেইন ম্যাপ

পণ্য ও বিপণন পর্যায়ে ঃ

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুধ দোহনকারী/গোয়ালা/দুধ সংগ্রহকারী তৈরী করা ।
- গাভী ব্যবসায়ী, গাভীর দুধ বিক্রেতা ও প্রক্রিয়াজাতকারী, সরকারী পশুসম্পদ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট গবেষক, পশু খাদ্য বিক্রেতা, সুপার সপ প্রতিনিধি ও পশু ঔষধ বিক্রেতাদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা ।
- স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে (স্থানীয় কেবল টিভি চ্যানেল) পশু স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্যসম্মত দুধ প্রাপ্তির বিষয়ে প্রচার করা ।
- দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র/সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে কাঁচা দুধ বাজারজাতকণের ব্যবস্থা করা ।
- দুধ উৎপাদন তেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত লিংকেজ তৈরী করে দুধ বাজারজাতকরন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা ।

পণ্য ও বিপণনে বিদ্যমান সমস্যাঃ

- স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন ও বাজারজাতকরণ না করা ।
- দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কাঁচা দুধ বাজারজাতকণের ব্যবস্থা না থাকা ।
- কাঁচা দুধ প্যাকেটজাত করে বাজারজাতকণের ব্যবস্থা না থাকা ।

প্রযুক্তি ও উৎপাদন পর্যায়ে ঃ

আধুনিক ব্যবস্থাপনায় (গাভীর সঠিক জাত নির্বাচন, আদর্শ গোয়াল ঘর তৈরী, সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ,খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ করা, কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ (সাইলেজ), উন্নত জাতের ঘাস চাষ ইত্যাদি) গাভী প্রতিপালন বিষয়ে খামারীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

- খামারীদের আর্দশ গোয়াল ঘর তৈরীতে কারিগরী সহায়তা প্রদান ।
- গাভীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পোষ্টার,লিফলেট খামারীদের প্রদান করা ।
- গাভীর রোগ-বালাই পরীক্ষা করার জন্যে মিনি ভেটেরিনারী ল্যাবরেটরী স্থাপন করা ।
- টিকা সংরক্ষণ ও গুণগতমানের ঔষধ প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে মিনি ভেটেরিনারী ফার্মেসী স্থাপন করা ।
- প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ভেটেরিনারী সেবা সহজলভ্য করতে লাইভষ্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) তৈরী করা ।
- গাভীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থপনা কার্ড (কৃমিনাশক খাওয়ানো, টিকা প্রদান, খাদ্য প্রদান, চিকিৎসা, ওজন নির্ণয় ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য) ব্যবহার করা ।
- দুধ দোহনকারী/গোয়ালা/দুধ সংগ্রহকারীদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুধ দোহন, পরিবহন, সংরক্ষণ ও দুধের গুণাগুণ রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।
- গাভী পালন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রচার করা; জাত উন্নয়নের জন্যে কৃত্রিম প্রজননে সহায়তা করা;

প্রযুক্তি ও উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ঃ

- গাভী নির্বাচন বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা ।
- খামারীদের আধুনিক ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনে জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব ।
- কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা ।
- সুষম খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা না থাকা ।
- গবাদীপশু বিভিন্ন রোগ-বালাইয়ে প্রায়:শই আক্রান্ত হওয়া ।
- নিয়মিত গাভী টিকা প্রদান না করা এবং কৃমিনাশক না খাওয়ানো ।
- পশু চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির স্বল্পতা ও চিকিৎসা সেবার উচ্চ মূল্য ।
- জাত উন্নয়নের জন্যে কৃত্রিম প্রজনন না করা ।

উপকরণ পর্যায়ে ঃ

- উন্নত জাতের ঘাস (নেপিয়ার, পারা, জার্মান) চাষে সহায়তা প্রদান করা ।
- উৎপাদনকালীন সময়ে খাদ্য উপাদান (খড়, চালের কুড়া, গমের ভূষি, খৈল ইত্যাদি দানাদার খাদ্য) মজুদ করার প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান ।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্বলিত আদর্শ গোয়াল ঘর তৈরীতে প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান ।
- গোখাদ্য সহজপাচ্য ও উপযুক্ত উপায়ে পরিবেশন প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করা ।
- গাভী পালন ব্যবসার আনুসঙ্গিক বিষয়ে (গাভী প্রাপ্তির স্থান, গাভী ব্যবসায়ী, যন্ত্রপাতি, খাদ্য, ঔষধ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) বিজনেস ডিরেক্টরী তৈরী করা ।
- সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমান ঋণ প্রদান করা ।

উপকরণ পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাসমূহঃ

- উন্নত জাতের বকনা প্রাপ্তি সম্পর্কে তথ্য না থাকা ।
- প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঁচা ঘাসের সংস্থান না থাকা ।
- আঁশ ও দানাদার জাতীয় খাদ্যের উচ্চ মূল্য ।
- স্বাস্থ্যসম্মত আদর্শ গোয়াল ঘর না থাকা ।
- খড় ও ঘাস সহজপাচ্য ভাবে পরিবেশন না করা ।
- সঠিক পরিমান ঋণের প্রাপ্যতা না থাকা ।

সম্ভাব্য ইন্টারভেনশন/ কার্যক্রম সমূহ

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ

চাষী নির্বাচন :

প্রকল্প এলাকায় নয় সহস্রাধিক (৯০০০) পরিবার রয়েছে যারা পারিবারিকভাবে দেশী জাতের ও কিছু উন্নত জাতের গাভী পালন করছে। গাভী পালনের এ ব্যবসাগুচ্ছের উন্নয়নের জন্যে উক্ত এলাকার খামারীদের মধ্য হতে কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের জন্যে আগ্রহী ৬০০ জন গাভী পালনকারীকে জন্যে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত এ সকল চাষীদের মধ্যে উন্নত জাতের গাভী পালন প্রচলন করা হলে অন্যদের মধ্যেও এর প্রভাব পড়বে, যা সার্বিকভাবে এ ব্যবসাগুচ্ছের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান :

প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত সকল খামারীদের আধুনিক পদ্ধতিতে দেশী ও উন্নত জাতের গাভী পালন বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে অধিক দুধ উৎপাদনকারী গাভীর জাত নির্বাচন, গাভীর আধুনিক বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ-বালাই দমন ব্যবস্থাপনা, স্বাস্যসম্মত উপায়ে গাভীর দুধ দোহন, গুনাগত মান অক্ষুন্ন রেখে দুধ সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ, উন্নত জাত তৈরীতে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব এবং উন্নত জাতের ঘাস চাষ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। খামারীদেরকে ২টি পদ্ধতিতে গাভী পালন বিষয়ে (বর্ণনামূলক এবং হাতে কলমে) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসারদের দিয়ে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঃ

ক) আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক দুধ উৎপাদনের জন্য উন্নত জাতের গাভী পালন সর্ম্পকে বর্ণনামূলক এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ) প্রকল্প এলাকায় উন্নত জাতের গাভী পালন সম্প্রসারণ করা।

গ) গুনাগত মান অক্ষুন্ন রেখে দুধ সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ।

চিত্রঃ গাভী পালনকারী খামারীদের প্রশিক্ষণ

খামারীদের পুন:প্রশিক্ষণ প্রদান :

প্রকল্পভুক্ত খামারীদের প্রকল্পের শুরুতে গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতায় কোনরুপ ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করতে এবং বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান যাতে গাভী পালন পর্যায়ে হুবহু প্রয়োগ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খামারীদের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৪৫০জন খামারীকে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে খামারীদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কারিগরী বিষয় এবং তথ্য

পূনঃউপস্থাপনসহ খামারীদের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে করে সকল গাভী পালনকারী প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানকে পুরোপুরিভাবে উন্নত জাতের গাভী পালনে কাজে লাগাতে পারে ।

চিত্র: খামারীদের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ

লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের (এল.এসপি) প্রশিক্ষণ প্রদান :

স্থানীয়ভাবে গাভী পালনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা, ভ্যাকসিন প্রদান ও কৃমিনাশক এবং জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন সেবা খামারীদের দোরগোড়ে দ্রুত সময়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১০জন উদ্যোক্তাকে স্থানীয় প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের ভেটেরিনারী ডাক্তার দিয়ে স্থানীয় উপজেলা পশু হাসপাতালে ১৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে ।

গোয়ালা/দুধ সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান :

খাদ্যবাহিত রোগের মধ্যে দুগ্ধবাহিত রোগ (যক্ষা, ব্রসিলোসিস, টায়ফয়েড, সালমোনিলোসিস, তড়কা, টেনিয়াসিস ইত্যাদি) বিশেষ গুরুত্ব বহন করে । দুগ্ধবাহিত রোগের বিস্তার হয় মূলত গাভীর দুধ দোহন প্রক্রিয়া, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে । এ জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুধ উৎপাদন ও বিক্রির জন্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকার তিন ইউনিয়নের মোট ১০ জন দুধ সংগ্রহকারী/গোয়ালা এবং প্রক্রিয়াজাতকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

চিত্র: গোয়ালা প্রশিক্ষণ প্রদান

উন্নত জাতের ঘাসের প্রদর্শনী পট স্থাপন :

আমাদের দেশের খামারীরা গাভীকে কাঁচাঘাস দেয়ার জন্যে প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিতে সাড়া বছর সমপরিমানে কাঁচাঘাসের উৎপাদন থাকে না বিশেষ করে শুস্ক মৌসুমে। কিন্তু গাভী থেকে কাংখিত মাত্রায় দুধ পাওয়ার জন্যে সারা বছর সমপরিমানে কাঁচা ঘাসের সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে ধান, পাট অনান্য ফসলের মতো মাঠে সারা বছর উৎপাদন হয় এমন প্রজাতির উন্নত জাতের কাঁচা ঘাসে আবাদ করতে হবে। সারা বছরব্যাপী কাঁচা ঘাসের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যে প্রকল্পভুক্ত চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রকল্পের সহায়তায় উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং সরবরাহ করে ৩০০টি প্রর্দশনী পট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রদর্শনী পট দেখে অনেক খামারী এ ধরনের ঘাস চাষে এগিয়ে আসছে।

চিত্র : উন্নত জাতের ঘাসের প্রদর্শনী প্লট

প্রকল্পের সহায়তায় মিনি ল্যাব স্থাপন :

সফলভাবে গাভী পালনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সঠিকভাবে গবাদীপশুর রোগ-বালাই দমন। কেননা রোগবালাই আক্রান্ত কখনও তার উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক উৎপাদন (দুধ উৎপাদন) করতে পারে না। এমনকি অনেক সময় গাভী মারাও যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগাক্রান্ত গাভীর সময়মত চিকিৎসা না করার কারণে প্রতি বছর আমাদের দেশে প্রচুর পরিমান গরু মারা যায়। সময়মত চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে গবাদিপশু মৃত্যুহার কমানোর জন্য আমাদের দেশে যে পরিমান পশু চিকিৎসক এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানের সংশিষ্ট সেবা কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন সে পরিমান পশু চিকিৎসক এবং চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র আমাদের দেশে নেই। চিকিৎসা সেবা খামারীদের কাছে সার্বক্ষনিক ও সহজলব্য করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের সহায়তায় প্রকল্প এলাকা টাঙ্গাইল সদর উপজেলার তোরাপগঞ্জ শাখা অফিসে ১টি মিনি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং তা থেকে খামারীদের গবাদীপশুর গোবর ও মুত্র পরীক্ষা করে একজন ভেটেরিনারী চিকিৎসক দ্বারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র: মিনি ল্যাব এ গোবর ও রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ

কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন :

দেশের জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে সে হারে গবাদীপশুর সংখ্যা, মাংস এবং দুধ উৎপাদন সে হারে বাড়ছে না। মানুষ বাড়ার সাথে এই ক্রমবর্ধমান মানুষের দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণ করতে প্রয়োজন বেশি মাংস ও দুধ উৎপাদনক্ষম জাতের ষাঁড় ও গাভী পালন। আর জাত উন্নয়নের পূর্বশর্ত ভালোজাতের ষাঁড়ের বীজ দিয়ে দেশী জাতের গাভীকে প্রজনন করানো। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশী জাতের গাভীর জাত উন্নয়ন করে দুধ ও মাংস উভয়ের উৎপাদন কাংখিত পর্যায়ে বৃদ্ধি করা সম্ভব। কৃত্রিম প্রজনন সেবা সম্প্রসারনের মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন করে কাংখিত পর্যায়ে দুধ উৎপাদন করার লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। বেশি উৎপাদনশীল জাতের ষাঁড়ের সিমেন/বীর্য সংগ্রহ এবং তা দুরবর্তী স্থানে পরিবহন করে নিয়ে গাভীকে প্রজনন করানো একটি ঝুকিপূর্ণ কাজ। যেখানে সিমেন পরিবহনের জন্যে নিদিষ্ট তাপমাত্রায় একটি কুল চেইন মেইনটেইন করতে হয়। যা এআই (অও) কর্মীদের সময় মেইনটেইন করা সম্ভব হয় না । পাশাপাশি রয়েছে এআই করানোর এআই স্টেবিস (অও ঝঃধারং) এর অভাব। বর্ণিত সমস্যা দূরিকরণের জন্যে প্রকল্পের মিনি ল্যাব সংলগ্ন স্থানে একটি এআই স্টেবিস (অও ঝঃধারং) স্থাপন করা হয়েছে। যেখান থেকে প্রকল্পভুক্ত খামারীরা এআই সেবা সহ চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে। বর্ণিত পদক্ষেপ নেয়ার ফলে প্রকল্প শেষে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের কাছে কৃত্রিম প্রজনন সেবা সহজলব্য হয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় গাভী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র : কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে গাভী প্রজনন

টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান ক্যাম্পের আয়োজন :

আমাদের দেশে অধিকাংশ গবাদি প্রাণী মারা যায় বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগে। সংক্রামক রোগে একবার গবাদি প্রাণী আক্রান্ত হলে চিকিৎসা করে তেমন ফল পাওয়া যায় না। আর যদি কোন প্রাণী বেচেঁ যায় তাহলে তার কর্মক্ষমতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। তাই সংক্রামক রোগ থেকে গবাদি প্রাণীকে রক্ষা করতে হলে নিয়মিত টিকা প্রদান করা প্রয়োজন। পাশাপাশি আমাদের দেশের গবাদি প্রাণীর শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কাংখিত মাত্রায় উৎপাদন দিতে পারে না। গাবাদীপশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে মৃত্যুহার কমানো এবং উৎপাদনশীলতা ঠিক রাখার লক্ষ্যে খামারীদের নিয়মিত সিডিউলভিত্তিক টিকা প্রদানে উৎসাহিত এবং অভ্যস্থ করতে প্রকল্পের সহায়তায় ১০০টি টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান ক্যাম্পের আয়োজন করে প্রকল্পভুক্ত সকল গরুকে টিকা প্রদান এবং কৃমিনাশক প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: টিকা প্রদান এবং কৃমিমুক্তকরণ ক্যাম্প আয়োজন

দুধ বিক্রয়ের জন্যে দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন :

প্রকল্প এলাকাটির যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় এবং স্থানীয়ভাবে দুধের বাজার না থাকায় প্রকল্প এলাকার খামারীদের অনেক দুরে অবস্থিত দুধের বাজার এবং টাঙ্গাইল শহরে গিয়ে দুধ বিক্রি করতে হতো প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে। এত করে একদিকে খামারীর সময় ও শ্রম দুটিই বেশি লাগতো। পাশাপাশি আবহাওয়া খারাপ থাকলে বিশেষ করে বৃষ্টির মৌসুমে প্রায়ঃশই খামারীদের দুধ বিক্রি করতে সমস্যা হতো। বর্ণিত সমস্যা দুর করে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের একটি স্থিতিশীল দুধ মার্কেটের সাথে সংযুক্ত রেখে সাড়া বছর তাদের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সহায়তা স্থানীয় ভবানীপুর বাজারের ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং দুধ সংগ্রহকারীদের নিয়ে একটি দুধের বাজার সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত খামারীদের সাথে টাঙ্গাইল শহরে অবস্থিত একাধিক উদ্যোক্তা/দুধ ব্যবসায়ীদের লিংকেজ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বাজারটিতে নিয়মিত দুধের বাজার বসছে, সুন্দরভাবে দুধ সংগ্রহ ও বিক্রয় কার্যক্রম চলছে এবং খামারীরা ন্যায্য মূল্যে উৎপাদিত দুধ বিক্রয় করছে।

চিত্র : কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে গাভী প্রজনন

অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা আয়োজন :

যে কোন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এ সকল সমস্যা সৃষ্টির কারণ ও মোকাবেলার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধমে পারস্পরিকভাবে প্রকল্পভুক্ত খামারীরা অনেক বেশী লাভবান হতে পারে। তাই সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে দেশীয় এবং উন্নত জাতের গাভী পালনের ক্ষেত্রে গাভী পালনকারীরা বিভিন্ন সমস্যা, সফলতার বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্যে প্রতিমাসে সমিতিভিত্তিক একটি করে এ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা আয়োজন

বাজার সংযোগ কর্মশালা আয়োজন :

খামারীদের উৎপাদিত এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ বাজারজাতকরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । প্রকল্প এলাকায় দুধ বাজারজাতকরণের জন্য প্রকল্পের মধ্যবর্তী কোন স্থানে দুধ বিক্রির নিদিষ্ট বাজার নেই । প্রকল্প এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকার কারণে প্রকল্প এলাকায় দুধ উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত এবং গাভী পালনের সাথে জড়িত অনান্য সেবা ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা তুলনামূলক কম । ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীরা দুধের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না । পাশাপাশি গাভী পালনের সাথে জড়িত বিভিন্ন সরকারী -বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পাচ্ছে না । এমতাবস্থায় প্রকল্পভুক্ত খামারীদের গাভী পালন, স্বাস্থ্যসম্মত দুধ উৎপাদন, উৎপাদিত দুধ সহজে এবং উপযুক্ত মূল্যে বাজারজাতকরণ সহ গাভী পালনের সাথে জড়িত অনান্য সেবা সহজে প্রাপ্তির লক্ষ্যে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান/ব্যাক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে দুধ উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, সরকারী প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা, পশুখাদ্য বিক্রেতা ও পশু ঔষধ বিক্রেতা, দুধ প্রক্রিয়াজাতকারী এবং দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদনকারীদের সহ এ কাজের সাথে জড়িত সকল ধরনের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একাধিক বাজার সংযোগ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে । ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের সাথে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা, দুধ ব্যবসায়ী, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী, পশুখাদ্য উৎপাদনকারী ও পশু ঔষধ উৎপাদনকারী কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সাথে একটি শক্তিশালী লিংকেজ গড়ে উঠেছে । ইতোমধ্যে প্রকল্পভুক্ত এলাকাটি স্বাস্থ্যসম্মত দুধ প্রাপ্তির ব্যবসায়িক জোন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে ।

তড়কা রোগ বিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন :

গবাদী পশুর জন্যে তড়কা একটি মারাত্বক ও সংক্রামক রোগ যা ব্যাসিলাস এ্যানথ্রাসিস (Bacilus anthracis) নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়ে তাকে । তড়কা রোগের অন্যান্য প্রচলিত নাম হল ধড়কা, উবাল মুড়কী, পলি বা তীলাজ্বর । সারা বছরেই এ রোগে হয়ে থাকে তবে গ্রীষ্মপ্রধান এ রোগের প্রার্দুভাব বেশি হয় । সকল জীবজন্তু এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে । মাংস, দূষিত পানি, ঘাস, খড় প্রভৃতির মাধ্যমে রোগ জীবানু সংক্রমিত হয়ে থাকে । অতি তীব্র রোগে আকস্মিকভাবে কোন প্রকার লক্ষণ দেখা ছাড়াই প্রাণীর মৃত্যু হয়ে থাকে । যদিও আক্রান্ত পশুকে সময় মত চিকিৎসা করালে গবাদীপশু ভালো তবে তার উৎপাদনশীলতা আগের চেয়ে কমে যায় । এজন্যে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । প্রবাদে আছে "Prevention is better than cute" এর রোগ হওয়ার পূর্বে খামারীদের এ বিষয়ে সচেতন করে এ রোগ দমণ করতে হবে । বর্ণিত বিবেচনায় খামারীদের সচেতন করতে একাধিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে ।

চিত্র : তড়কা রোগ বিষয়ক জন সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন

ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা :

গাভী পালনের ক্ষেত্রে খামারীরা প্রশিক্ষণলব্ধ প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান যাতে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে গবাদীপশুর বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার, গাভীকে সময়মত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান, সুষম দানাদার খাদ্য তৈরী, আদর্শ বাসস্থান ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানাবিদ বিষয়ে নিয়মিতভাবে খামারীদেরকে হালনাগাদ তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্যে গাভী পালনকারী খামারীদের দ্বারা গঠিত প্রতিটি সমিতিতে ইস্যু নিধারণ করে মাসিক ইস্যুভিত্তিক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা

উদ্যোক্তা ক্রস ভিজিট আয়োজন :

গাভী পালনে প্রাগ্রসর ও প্রসিদ্ধ এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এর মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতজাতের গাভী পালন বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে প্রকল্পভুক্ত লিড খামারীদের গাভী পালন বিষয়ে আরো বেশি দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পের সহায়তায় ১টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (ক্রস ভিজিট) এর আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ৬০ জন অধিক গুরুত্বপূর্ণ খামারীকে (লিড খামারী) নিয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের প্রাগ্রসর গাভী পালনকারী খামারীদের গাভী পালন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করানো হয়। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল:

- উন্নত ব্যবস্থাপনায় উন্নতজাতের গাভী পালন সরেজমিনে দেখানো।
- দুই জেলার খামারীদের মধ্যে মুক্ত আলোচনা ও পারস্পারিক মতবিনিময় করে গাভী পালন বিষয়ে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করা।
- খামার ব্যবস্থাপনায়যুক্ত আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

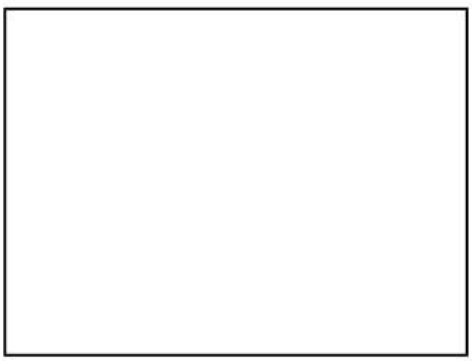

চিত্র : উদ্যোক্তা ক্রস ভিজিট আয়োজন

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ

চাষী নির্বাচন :

প্রকল্প এলাকায় নয় সহস্রাধিক (৯০০০) পরিবার রয়েছে যারা পারিবারিকভাবে দেশী জাতের ও কিছু উন্নত জাতের গাভী পালন করছে। গাভী পালনের এ ব্যবসাগুচ্ছের উন্নয়নের জন্যে উক্ত এলাকার খামারীদের মধ্য হতে কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের জন্যে আগ্রহী ৬০০ জন গাভী পালনকারীকে জন্যে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত এ সকল চাষীদের মধ্যে উন্নত জাতের গাভী পালন প্রচলন করা হলে অন্যদের মধ্যেও এর প্রভাব পড়বে, যা সার্বিকভাবে এ ব্যবসাগুচ্ছের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

খামারীদের প্রশিক্ষন প্রদান :

প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত সকল খামারীদের আধুনিক পদ্ধতিতে দেশী ও উন্নত জাতের গাভী পালন বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে অধিক দুধ উৎপাদনকারী গাভীর জাত নির্বাচন, গাভীর আধুনিক বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ-বালাই দমন ব্যবস্থাপনা, স্বাস্যসম্মত উপায়ে গাভীর দুধ দোহন, গুনাগত মান অক্ষুন্ন রেখে দুধ সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ, উন্নত জাত তৈরীতে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব এবং উন্নত জাতের ঘাস চাষ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। খামারীদেরকে ২টি পদ্ধতিতে গাভী পালন বিষয়ে (বর্ণনামূলক এবং হাতে কলমে) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসারদের দিয়ে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঃ

ক) আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক দুধ উৎপাদনের জন্য উন্নত জাতের গাভী পালন সর্ম্পকে বর্ণনামূলক এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ) প্রকল্প এলাকায় উন্নত জাতের গাভী পালন সম্প্রসারণ করা।

গ) গুনাগত মান অক্ষুন্ন রেখে দুধ সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ।

চিত্রঃ গাভী পালনকারী খামারীদের প্রশিক্ষণ

খামারীদের পুন:প্রশিক্ষন প্রদান :

প্রকল্পভুক্ত খামারীদের প্রকল্পের শুরুতে গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতায় কোনরুপ ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করতে এবং বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান যাতে গাভী পালন পর্যায়ে হুবহু প্রয়োগ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খামারীদের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৪৫০জন খামারীকে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে খামারীদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কারিগরী বিষয় এবং তথ্য

পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কার্ড, লিফলেট ও পোষ্টার তৈরী এবং খামারীদের মাঝে বিতরন :

আমাদের দেশের অধিকাংশ গাভী পালনকারী দীর্ঘ ধরেই গাভী পালন করে আসছে কিন্তু গাভী পালন করতে কত টাকা ব্যয় হয় এবং দুধ উৎপাদন করে কত টাকা আয় হয়, কখনও গাভ কে টিকা দিতে হবে, কখন গাভী গরম হয়, কখন গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করাতে হবে তা সঠিকভাবে জানেও না এবং কোন রেকর্ড রাখে না। কিন্তু লাভজনক উপায়ে গাভী পালনের জন্যে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গাভী পালন সংক্রান্ত এ সকল মৌলিক তথ্য (গাভীর আদর্শ বাসস্থান, রোগবালাই, গাভীর কৃত্রিম প্রজনন, কৃমিনাশক খাওয়ানো, টিকা প্রদান, খাদ্য প্রদান, চিকিৎসা, ওজন নির্ণয় ইত্যাদি) লিপিবদ্ধ করে রাখার ক্ষেত্রে খামারীদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রকল্পভূক্ত সকল খামারীকে ১টি করে মোট ৬০০টি প্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

প্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কার্ড ছাড়াও দেশী এবং উন্নত জাতের গাভী পালন সংক্রান্ত বিষয়ে গাভী পালনকারীদেরকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে এতদ্বিষয়ক তথ্য ও নির্দেশাবলী প্রচার করতে প্রকল্পের আওতায় লিফলেট ও পোষ্টার তৈরি করে প্রকল্পভুক্ত সকল খামারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র: গাভী পালন বিষয়ক লিফলেট ও পোষ্টার

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহ

আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

প্রকল্পের সকল কর্মকান্ড যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্যে পিকেএসএফ হতে প্রকল্পের জন্যে মোট বরাদ্ধ ছিল ৩৮,০৩,১১৬/- (আটত্রিশ লক্ষ তিন হাজার একশত ষোল) । প্রকল্প শেষে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৮,০২,২৫২ (আটত্রিশ লক্ষ দুই হাজার দুইশত বায়ান্ন) । টাকা যা মোট বরাদ্ধের ৯৯.৯৮% (গ্রাফ--) ।

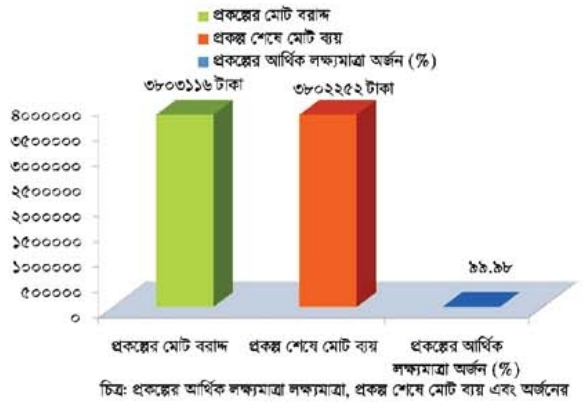

চিত্র: প্রকল্পের আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা লক্ষ্যমাত্রা, প্রকল্প শেষে মোট ব্যয় এবং অর্জনের (%) তুলনামূলক হিসাব

কর্মকান্ড ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কর্মকান্ড অত্যন্ত সফলভাবে ১০০% সম্পন্ন হয়েছে । সকল কর্মকান্ড সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রকল্পভুক্ত কামালীদের গাভীর সংখ্যা ও দুধ উৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ সহ সকল ধরনের কারিগরী, প্রযুক্তি এবং পরামর্শ সেবা নিয়ে গাভী পালনের সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা দুর করে সফলভাবে উন্নত ব্যবস্থাপনায় দেশী গাভীর পাশাপাশি উন্নতজাতের গাভী পালন করতে সক্ষম হয়েছে । প্রকল্পের উলেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন গ্রাফ--- এবং গ্রাফ---------দেয়া হলঃ

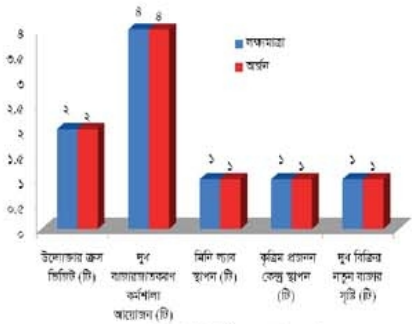

চিত্র: কর্মকান্ড ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

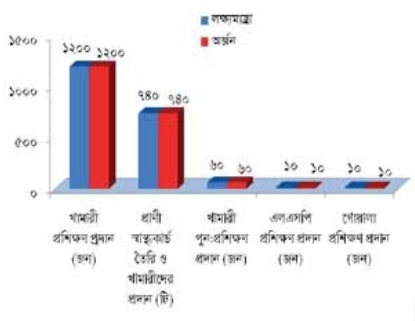

চিত্র: কর্মকান্ড ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রকল্পের প্রভাব

"চর অঞ্চলে 'উন্নত জাতের গাভী পালন করে অধিক দুধ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-২" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে গাভী পালনে ব্যবস্থাপনিক ও উৎপাদন বিষয়ক এবং খামারীদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যে সর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার উপর ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন বিষয়ে কারিগরী দক্ষতা অভাব এবং পালন বিষয়ে ভীতি দূর করে দেশী জাতের গাভীর জাত উন্নয়ন সহ উন্নত জাতের গাভী পালনে অভ্যস্থ করে দুধ উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোশে প্রকল্প থেকে নানাবিদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন: খামারীদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় গাভী পালনে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে খামারীদের মাঝে উন্নত গাভী পালন বিষয়ে যে ভীতি ছিল তা দূর হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প থেকে প্রদত্ত লিফলেট ও পোস্টারের মাধ্যমে গবাদিপশুর রোগ-বালাই এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খামারীরা জানতে পেরেছে; বাজার সংযোগ কর্মশালার মাধ্যমে ব্যবসায়ী এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে খামারীদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে; উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং সরবরাহের মাধ্যমে খামারীদের উন্নতজাতের কাচা ঘাস উৎপাদনে অভ্যস্থ করা হয়েছে; গণ ভ্যাকসিনেশন ও কৃমিমুক্তকরণ ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে গবাদীপশু বিভিন্ন প্রকার রোগের হাত রক্ষা করা হয়েছে; প্রকল্প এলাকায় মিনি ভেটেরিনারী ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে গবাদী পশুর গোবর-মূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সার্বক্ষনিক কারিগরী, প্রযুক্তি এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানের প্রদানে জন্যে প্রকল্প এলাকায় একজন ভেটেরিনারী ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসকল কর্মকান্ড গ্রহণ এবং সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের উন্নতজাতের গাভীর সংখ্যা ও দুধ উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বোপরি খামারীদের আয় পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ফলে ব্যবস্থাপনিক, উৎপাদনগত এবং আর্থিক যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. ব্যবস্থাপনিক উন্নয়ন :

১.১ আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষন :

সাধারনত আমাদের মেশের খামারীরা গাভী পালনের ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে না। পলে গাভী পালন করে প্রকৃত অর্থে কত লাভ বা আয় হয় তা খামারীরা জানে না। এ বিষয়ে খামারীদের আয়ের ব্যয়ের হিসাব রাখতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে প্রকল্প থেকে পশু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কার্ড দেয়া হয় এবং কিভাবে নিয়মিত কার্ডে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবে তার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বর্তমানে প্রকল্প ভুক্ত সকল খামারী (৬০০জন) সঠিকভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখছে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মোটমুটিভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণকারী খামারীর সংখ্যা ছিল মাত্র বার জন (১২জন) (চিত্র-১)। সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণের ফলে খামারীরা এ কর্মকান্ডের অর্থনৈতিক লাভ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারছে যা তাদের অন্যান্য কর্মকান্ডেরও হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে সহায়তা করবে।

চিত্র: আয় ব্যয়ের তথ্য সংরক্ষণকারী খামারীর সংখ্যা

১.২ গাভীর জাত উন্নয়ন :

প্রকল্প এলাকাটি প্রত্যন্ত চরাঞ্চল হওয়ায় এখানে ভালো কাঁচা ঘাসের সংস্থান রয়েছে। ফলে এ এলাকার অধিকাংশ মানুষ দীর্ঘকাল থেকে দেশী জাতের গাভী পালন করে আসছে। প্রকল্প গ্রহনের পূর্ব পর্যন্তও এ এলাকার বেশির ভাগ মানুষ সাধারনত দেশী গাভী পালন করতো এবং প্রজননের প্রয়োজন হলে প্রাকৃতিকভাবে ষাড় দিয়ে প্রজনন করাতো। ভালো জাতের গাভী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যের শোনাশুনি এবং অভিজ্ঞতার আলোকে গাভী নিবাচর্ন করতো অথাৎ গাভীর জাত উন্নয়নের জন্যে তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ ছিল না। প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে খামারীদের গাভীর জাত উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পাশপাশি কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশী গাভীর জাত উন্নয়ন, ক্রস গরুকে ভালো জাতের ষাড়ের বীজ দিয়ে প্রজনন করানো এবং অন্য এলাকা থেকে উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করে আনার প্রয়োজনীয় সকল কারিগরী পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা হয়। বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের ফলে দেশী গাভী জাত উন্নয়ন হয়েছে, প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও বেশি দুধ উৎপাদনশীল হোলস্টেইন ক্রস, শাহীওয়াল ক্রস, সিন্ধী ক্রস, জার্সি ক্রস ক্রস গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের পর্বে কৃত্রিম প্রজননকারী খামারীর সংখ্যা ছিল ৮৯ জন ও কৃত্রিমকৃত গাভীর সংখ্যা ছিল ৯৭টি যা প্রকল্প শেষে বৃদ্ধি পেয়ে খামরী সংখ্যা হয়েছে ৬০০ জন এবং কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা হয়েছে ৫৯৭টি (টেবিল-১ এবং গ্রাফ-২)।

চিত্র: উন্নত দেশী গাভী

চিত্র: উন্নত দেশী গাভী

চিত্র: উন্নত দেশী গাভী

টেবিল-১ঃ কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চুড়ান্ত মূল্যায়নে	বৃদ্ধি (%)
গাভীর প্রজনন সেবা গ্রহণকারী খামারীর সংখ্যা (জন)	৮৯	৬০০	৫৭৪
প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা (টি)	৯৭	৫৯৭	৫১৫

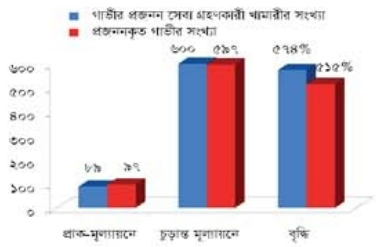

চিত্র: কৃত্রিম প্রজনন সেবা গ্রহন

১.৩ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন :

খাদ্যই প্রতিটি জীবের মূল চালিকাশক্তি। প্রত্যেক জীবেরই বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। গাভীও এর ব্যতিক্রম নয়। গাভী হতে অধিক হারে দুধ পেতে হলে খাদ্যের প্রতি যত্নবান হতে হবে। যদি খাদ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা যায় তাহলেই গাভীকে একটি লাভজনক প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী যে সব খাবার গ্রহণ করে বেঁচে থাকে, সে সব খাদ্য মূলত ছয়টি উপাদানে গঠিত। এই ছয়টি পুষ্টি উপাদান সমপরিমানে বিদ্যমান খাদ্যেকে সুষম খাদ্য বলে যা গাভীর শরীর কর্মক্ষম এবং তার উৎপাদনশীলতা সঠিক রাখতে অত্যাবশ্যক। কাদ্যে ছয়টি পুষ্টি উপাদনের যে কোন একটির অভাব হলে প্রাণী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং তার উৎপাদন কমে যাবে। তাই কেবলমাত্র একজাতীয় খাদ্য খেয়ে শরীরের সব পুষ্টি উপাদানের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। কারণ একেক জাতীয় খাদ্যে একেক রকমের পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে। গাভীর বয়স ও দুধ উৎপাদন অনুসারে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণে ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই গাভীর শরীর ঠিক রাখতে এবং দুধ উৎপাদন সঠিকমাত্রায় রাখতে সুষম খাদ্য তৈরী, দুধ উৎপাদন ও বয়সভেদে তা সরবরাহ এবং এ সংক্রান্ত সঠিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রতিটি গাভী পালনকারী খামারীর থাকা প্রয়োজন। এ বিয়য়টি বিবেচনায় প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি খামারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কারিগরী, প্রযুক্তি ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হাতে-কলমে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং খামারীদের অভ্যস্থ করা চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত সকল খামারী প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের আলোকে সুষম খাদ্য তৈরী, গাভীর বয়স, ওজন এবং দুধ উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে নিয়মিত দানাদার খাদ্য, শুষ্ক খাদ্য এবং কাঁচা ঘাস সরবরাহ করছে। প্রকল্পভুক্ত ৬০০ জন খামারীর মধ্যে বর্তমানে ৫২৩ জন খামারী বর্তমানে তাঁদের গাভীর জন্যে নিজেরাই সুষম খাদ্য তৈরি করে নিয়মিতভাবে গাভীকে খাওয়াচ্ছে (টেবিল-২ এবং গ্রাফ-৩)।

টেবিল-২ঃ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চূড়ান্ত মূল্যায়নে	বৃদ্ধি %
খাদ্যের গুনগতমান বিবেচনা করে খাদ্য প্রদান	০	৬০০	১০০
সুষম খাদ্য তৈরীকরণ	৪২	৫২৩	১১৪৫
সুষম খাদ্য নিয়মিত গাভীকে সরবরাহকরণ	১৫২	৫২৩	৩৪৪

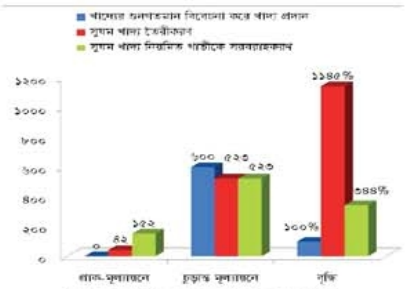

চিত্র: খাদ্য গাভীকে প্রদানকারী খামারীর সংখ্যা

চিত্র: গাভী পালনকারী খামারীদের প্রশিক্ষণ

খাদ্য ব্যবস্থপানায় আরও একটি উলেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে প্রকল্পভুক্ত প্রায় ৬০ভাগ খামারী বর্তমানে উন্নত জাতের কাচা ঘাসের চাষ করছে যা প্রকল্প শুরু দিকে ছিল মাত্র ২.৬৬ ভাগ। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন কাংখিত পর্যায়ে রাখার জন্যে নিয়মিত কাঁচা ঘাস সরবরাহের কোন বিকল্প নেই। আমাদের দেশের তথা প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ খামারীরা গাভীকে কাঁচা ঘাস সরবরাহের ক্ষেতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত কাঁচা ঘাসের উপর নির্ভরশীল কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে সারা বছর সমভাবে প্রকৃতিতে কাঁচাঘাসের উৎপাদন থাকে না বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে। ফলে খামারীরা সারা বছর সমভাবে গাভীকে কাচা ঘাস দিতে পারে না বলে তারা গাভী থেকে কাংখিত মাত্রায় দুধ পায় না যা বাংলাদেশ তথা প্রকল্প এলাকার খামারীদের গাভী পালনের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। এ সমস্যা থেকে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের বের করে আনার জন্যে তাদেরকে উন্নত জাতের কাচা ঘাস চাষের উদ্বুদ্ধ করতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ঘাস চাষে অভ্যস্থ করতে ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা হয়েছে এবং চাষ পদ্ধতি হাতে কলমে শিখানো হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত অধিকাংশ খামারী উন্নত জাতের কাচা ঘাসের চাষ করে গাভীকে নিয়মিত কাচা ঘাস খাওয়াচ্ছে যা বেশি দুধ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে (টেবিল ৩ এবং গ্রাফ ৪)।

চিত্র: উন্নত কাঁচা ঘাস চাষ করছে

চিত্র: গাভীকে উন্নত জাতের কাচা ঘাস খাওয়াচ্ছে

টেবিল- উন্নত জাতের কাচা ঘাস চাষ সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	উন্নত জাতের ঘাস চাষকারী (জন)	বৃদ্ধি (জন)
প্রাক-মূল্যায়নে	১৬	৩১৮
চুড়ান্ত মূল্যায়নে	৩৩৪	

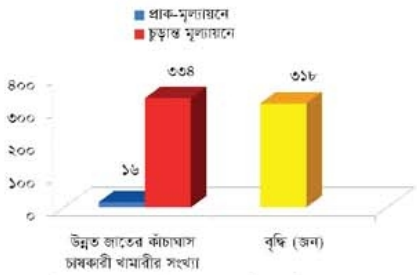

চিত্র: উন্নত জাতের কাঁচাঘাস চাষকারী খামারীর সংখ্যা

১.৪ বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন :

গাভী পালনের আর্দশ বাসস্থান ব্যবস্থাপনা বলতে গোয়ালঘরটিতে পর্যাপ্ত আলো-বায়ু চলাচল ব্যবস্থা থাকবে, গাভী দাড়ানোর মত প্রয়োজনীয় জায়গা থাকবে, ঠান্ডা, উষ্ণ এবং প্রতিকূল আবহাওয়া ও ক্ষতিকর প্রাণী থেকে গাভীকে রক্ষার প্রযোজনীয় ব্যবস্থা থাকবে, সহজে খাদ্য প্রদান, দুধ গ্রহণ এবং গোবর মূত্র নির্গমন ও নিষ্কাশনে ব্যবস্থা থাকবে এমন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গোয়ালঘরকে বুঝায়। এ সকল ব্যবস্থা না থাকলে গাভী রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় বেশি এবং দুধ উৎপাদনও কম হয়ে থাকে। এ বিষয়ে প্রকল্পের শুরুতে বেশির ভাগ খামারীর স্বচ্ছ ধারণা ও

চিত্র: উন্নত বাসস্থান

জ্ঞান ছিল না। প্রকল্পের আওতায় খামারীদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সারা বছর ধরে প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসারদের মাধ্যমে কারিগরী, প্রযুক্তি ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে নানাবিদ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রকল্পভুক্ত অধিকাংশ খামারী নিয়মিত গোয়ালঘর পরষ্কার, চাড়ি পরিষ্কার, গোবর চোনা পরিষ্কার করে পাশে গর্ত করে পুতে রাখা, গোয়ালঘরে আলো-বাতাস চলাচলে ব্যবস্থা রাখা, মেঝে শুষ্ক রাখা সহ আদর্শ গোয়ালঘর ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে গাভী পালন করছে যা গাভীকে রোগ মুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পের শুরুতে ৭২ জন খামারী আদর্শ বাসস্থান ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করত, বর্তমানে ৫২৮ জন খামারী আদর্শ বাসস্থান ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে গাভী পালন করছে (টেবিল-৪ এবং গ্রাফ-৫)।

চিত্র: উন্নত বাসস্থান

টবিল-আদর্শ বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	আদর্শ বাসস্থান ব্যবস্থাপনা অনুসরণকারী খামারীর সংখ্যা (জন)	বৃদ্ধি %
প্রাক-মূল্যায়নে	৭২	৬৩৩
চুড়ান্ত মূল্যায়নে	৫২৮	

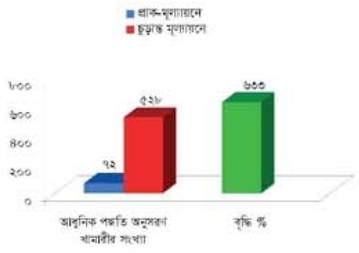

চিত্র: গাভীর বাসস্থানের উন্নয়ন

১.৫ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন :

চিত্র: গাভীকে টিকা দেয়া হচ্ছে

লাভজনকভাবে গাভী পালনের পূর্বশত গাভী থেকে নিয়মিত কাংখিত মাত্রায় দুধ উৎপাদন করা। গাভীর নিয়মিত কাংখিত মাত্রায় দুধ উৎপাদন ভাল জাত, ভালো খাদ্য ও বাসস্থান এবং উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। গাভ কে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানের পাশাপাশি রোগমুক্ত রাখতে হবে। গাভীকে রোগমুক্ত রাখার পূর্বশত গাভীকে নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন এবং কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ খামারী গাভীকে নিয়মতি টিকা প্রদান করে না। ফলে প্রতি বছর আমাদের দেশে প্রচুর গরু নানাবিদ সংক্রামক রোগ যেমন: তড়কা,বাদলা, গলাফোলা, ক্ষুরারোগে মারা যায়। এছাড়া এ সব রোগে আক্রান্ত হওয়া গরু বেচে থাকলেও তা থেকে পরবর্তীতে কাংখিত মাত্রায় দুধ পাওয়া যায় না। বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় ১০০টি টিকা প্রদান ক্যাম্পের আয়োজন করে প্রকল্পভুক্ত সকল খামারীর গরুকে উপরে বর্ণিত রোগের সিডিউলভিত্তিক টিকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে খামারীরা নিজস্ব উদ্যোগে এসব রোগের টিকা ক্রয় করে গাভীকে নিয়মিত টিকা প্রদান করছে।

টেবিল-৫ঃ টিকা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	নিয়মিত টিকা প্রদানকারী খামারীর সংখ্যা (জন)	বৃদ্ধি
প্রাক-মূল্যায়নে	২৬ (টিকা দেয়া গরুর সংখ্যা ছিল- ৮০টি)	২২০৭%
চূড়ান্ত মূল্যায়নে	৬০০ (টিকা দেয়া গরুর সংখ্যা - ২৭৭৪টি)	

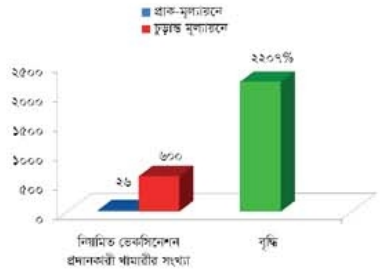

চিত্রঃ গাভীকে ভ্যাকসিন প্রদান

লাভজনকভাবে গাভী পালনের পূর্বশত গাভী থেকে নিয়মিত কাংখিত মাত্রায় দুধ উৎপাদন করা। গাভীর নিয়মিত কাংখিত মাত্রায় দুধ উৎপাদন ভাল জাত, ভালো খাদ্য ও বাসস্থান এবং উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। গাভ কে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানের পাশাপাশি রোগমুক্ত রাখতে হবে। গাভীকে রোগমুক্ত রাখার পূর্বশত গাভীকে নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন এবং কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ খামারী গাভীকে নিয়মতি টিকা প্রদান করে না। ফলে প্রতি বছর আমাদের দেশে প্রচুর গরু নানাবিদ সংক্রামক রোগ যেমনঃ তড়কা,বাদলা, গলাফোলা, ক্ষুরারোগে মারা যায়।

চিত্রঃ গাভীকে কৃমিনাশক খাওয়ানো হচ্ছে

এছাড়া এ সব রোগে আক্রান্ত হওয়া গরু বেচে থাকলেও তা থেকে পরবর্তীতে কাংখিত মাত্রায় দুধ পাওয়া যায় না। বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় ১০০টি টিকা প্রদান ক্যাম্পের আয়োজন করে প্রকল্পভুক্ত সকল খামারীর গরুকে উপরে বর্ণিত রোগের সিডিউলভিত্তিক টিকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে খামারীরা নিজস্ব উদ্যোগে এসব রোগের টিকা ক্রয় করে গাভীকে নিয়মিত টিকা প্রদান করছে।

টেবিল-গাভীকে কৃমিনাশক প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	গাভীকে নিয়মিত কৃমিনাশক প্রদানকারী (জন)	গাভীকে অনিয়মিত কৃমিনাশক প্রদানকারী (জন)	মোট কৃমিনাশক প্রদানকারী (জন)
প্রাক-মূল্যায়নে	৫৩	৩৮৩	৪৩৬
চূড়ান্ত মূল্যায়নে	৫০৯	২৩	৫৩২

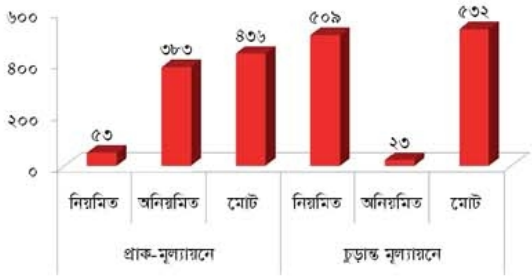

চিত্রঃ কৃমিনাশক ব্যবহারকারী খামারীর সংখ্যা (জন)

গাভীকে নিয়মিত টিকা প্রদান এবং কৃমিনাশক খাওয়ানোর পাশাপাশি ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে খামারীদের যথেষ্ট সচেতনতা বেড়েছে যেমন: বর্তমানে গাভীর চিকিৎসার দরকার হলে বেশির ভাগ খামারী সরকারী বা প্রাইভেট ভেটেরিনারী সার্জন নিকট থেকে নিচ্ছে যা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অনেক কম ছিল । প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প ৬০০জন খামারীর মধ্যে ৫০ ভাগ খামারী স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা নিতো । এর মধ্যে প্রায় প্রায় ২৪% খামারীর অবস্থা আরও খারাপ ছিল কেননা তারা পুরো চিকিৎসা সেবা অপ্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক বা গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে নিতো । প্রকল্প শেষে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে । বর্তমানে ৬০০ জন খামারীর মধ্যে ৩৮০ জন খামারী সরকারী বা প্রাইভেট ভেটেরিনারী সার্জন, ২০৮ জন স্থানীয় প্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক এবং ১২ জন ঔষধ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পরার্মশ এবং সেবা গ্রহণ করছে এবং অপ্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক বা গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে কেউ চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে না যা গবাদি প্রাণীর রোগবালাই আক্রান্ত হওয়া এবং মৃত্যুহার কমিয়ে দিয়েছে । এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ (টেবিল-৭ এবং গ্রাফ-৮) ।

টেবিল-৭ঃ চিকিৎসা ও পরার্মশ সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

চিকিৎসা ও পরার্মশ সেবা গ্রহণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চূড়ান্ত মূল্যায়নে
সরকারী বা প্রাইভেট ভেটেরিনারী সার্জন নিকট থেকে	২০০	৩৮০
স্থানীয় প্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক থেকে	১৬৬	২০৮
অপ্রশিক্ষিত পল্লী চিকিৎসক থেকে	১৩৯	-
ঔষধ ব্যবসায়ী থেকে	৯৫	১২

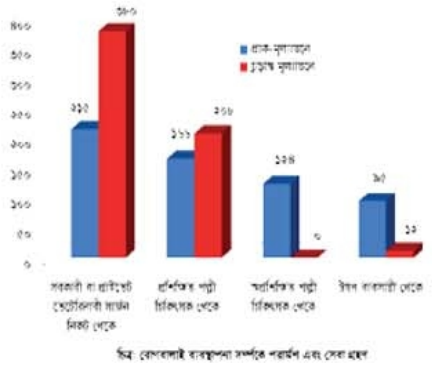

চিত্র: রোগবালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরার্মশ এবং সেবা গ্রহণ

উপরিক্ত পদক্ষেপগুলো ছাড়াও চিকিৎসা সেবা খামারীদের দোরগোড়ে পৌছে এবং সার্বক্ষনিক করার জন্যে প্রকল্প এলাকায় একটি চিকিৎসাকেন্দ্র ও মিনি ভেটেরিনারী ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে । যেখান থেকে ভেটেরিনারী ডাক্তারের মাধ্যমে খামারীদেও গাভীর গোবর ও মূত্র পরীক্ষা করে ফ্রি ভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে । বর্তমানে খামারীরা নিজস্ব উদ্যোগে তাদেও গাভীর গোবরের নমুনা ল্যাবে নিয়ে আসছে এবং পরীক্ষা কওে প্রয়োজনী চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা নিচ্ছে । প্রকল্প থেকে নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান, ল্যাব থেকে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যম চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান, ডাক্তারের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক কারিগরি, পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের গাভীর মৃত্যুহার ১.৩৮% এ নেমে এসেছে যা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ৮.০২% ।

চিত্র: গবাদীপশুর চিকিৎসা কেন্দ্র

চিত্র: খামারী ল্যাবে পরীক্ষার জন্যে গোবরের নমুণা নিয়ে এসেছে

১.৬ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন

চিত্র: ভবানীপুর দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প এলাকাতে স্থানীয়ভাবে দুধ বিক্রির জন্যে কোন নিদিষ্ট বাজার ছিল না। দুরে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় টাঙ্গাইল শহর থেকেও কোন দুধ ব্যবসায়ীদের সাথেও খামারীদের কোন লিংকেজ ছিল না। ফলে প্রকল্প এলাকার বেশির ভাগ খামারীরা স্থানীয় এক শ্রেনী মধ্যসত্বভোগী গোয়ালাদের কাছে দুধ বিক্রি করতো। কিছু খামারী বিছিন্নভাবে দুরের বাজারে গিয়ে দুধ বিক্রি করতো। মধ্যসত্বভোগী গোয়ালাদের কাছে দুধ বিক্রি করার প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প এলাকাতে স্থানীয়ভাবে দুধ বিক্রির জন্যে কোন নিদিষ্ট বাজার ছিল না। দুরে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় টাঙ্গাইল শহর থেকেও কোন দুধ ব্যবসায়ীদের সাথেও খামারীদের কোন লিংকেজ ছিল না। ফলে প্রকল্প এলাকার বেশির ভাগ খামারীরা স্থানীয় এক শ্রেনী মধ্যসত্বভোগী গোয়ালাদের কাছে দুধ বিক্রি করতো। কিছু খামারী বিছিন্নভাবে দুরের বাজারে গিয়ে দুধ বিক্রি করতো। মধ্যসত্বভোগী গোয়ালাদের কাছে দুধ বিক্রি করার

টেবিল-৬ঃ দুধ বাজারজাতকরণ কেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চূড়ান্ত মূল্যায়নে
দুধ বিক্রির জন্য নতুন দুধ বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন	০ টি	২ টি

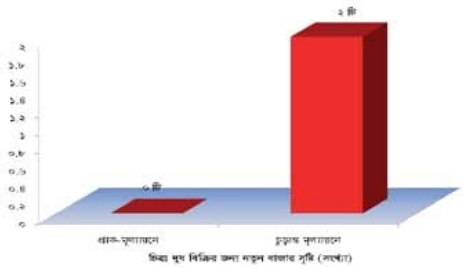

চিত্র: গোপালকেউটিল চর দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প এলাকাতে স্থানীয়ভাবে দুধ বিক্রির জন্যে কোন নিদিষ্ট বাজার ছিল না। দুরে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় টাঙ্গাইল শহর থেকেও কোন দুধ ব্যবসায়ীদের সাথেও খামারীদের কোন লিংকেজ ছিল না। ফলে প্রকল্প এলাকার বেশির ভাগ খামারীরা স্থানীয় এক শ্রেনী মধ্যসত্বভোগী গোয়ালাদের কাছে দুধ বিক্রি করতো। কিছু খামারী বিছিন্নভাবে দুরের বাজারে গিয়ে দুধ বিক্রি করতো। মধ্যসত্বভোগী গোয়ালাদের কাছে

টেবিলঃ প্রতি লিটার দুধের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চূড়ান্ত মূল্যায়নে	বৃদ্ধি (%)
প্রতি লিটার দুধের মূল্য	৩২ টাকা	৪০ টাকা	২৫%

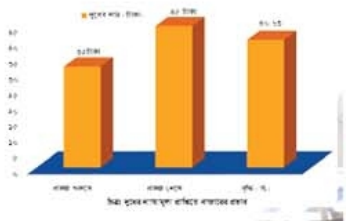

২. উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি

২.১ উন্নত জাতের গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি :

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কর্মকান্ড সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের মোট গরুর সংখ্যা এবং দুধ উৎপাদনক্ষম উন্নত জাতের গাভীর সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের প্রাথমিক অবস্থায় প্রকল্পভুক্ত ৬০০ জন খামারীর মোট গরু ছিল ১৫৭১টি যা প্রকল্প শেষে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ২৭৪৬টি অর্থাৎ মোট গরু সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৪.৭৯%। দেশী এবং উন্নতজাতের ক্রস গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫৯.৩৬% এবং ১৯.১৬% (বিস্তারিত টেবিল-৯ এবং গ্রাফ-১০)।

উন্নত জাতের গাভী

টেবিল-৯ঃ গরু বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে (সংখ্যা)	চুড়ান্ত মূল্যায়নে (সংখ্যা)	বৃদ্ধি (%)
দেশী গরু	১৩৯৩ টি	২২২০টি	৫৯.৩৬
উন্নত জাতের গরু	১৭৮টি	৫২৬টি	১৯.১৬
মোট গরু সংখ্যা	১৫৭১টি	২৭৪৬টি	৭৪.৭৯

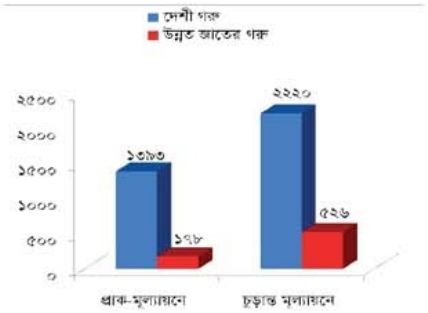

চিত্রঃ খামারীদের গরুর সংখ্যা

মোট গরুর সাথে সাথে প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য প্রকল্পভুক্ত খামারীদের উন্নতজাতের দুধালো গাভী বৃদ্ধি করার বিষয়টিই প্রকল্প এলাকায় ভালোভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রভাবে উন্নতজাতের দেশী এবং ক্রস গাভীর সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে তবে উন্নত জাতের ক্রস গাভীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (৯১.৯১%)। বিস্তরিত তথ্য টেবিল-১০ এবং গ্রাফ-১১ তে উপস্থাপন করা হল।

উন্নতজাতের দুধালো গাভী

টেবিল-৯ঃ গাভী বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে (সংখ্যা)	চুড়ান্ত মূল্যায়নে (সংখ্যা)	বৃদ্ধি (%)
দেশী গাভী	৮৪৭	৮৭৬	৩.৪২
উন্নত জাতের ক্রস গাভী	১৩৬	২৬১	৯১.৯১
মোট গাভী সংখ্যা	৯৮৩	১১৩৭	১৫.৬৬

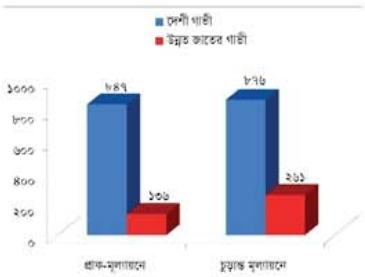

চিত্রঃ খামারীদের গাভীর সংখ্যা

২.২ গাভীর দুধ উৎপাদনের সময়কাল বৃদ্ধি ঃ

দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গাভীর দুধ উৎপাদনকাল (খধপঃধঃরড়হ ঢ়বৎরড়ফ) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা যে গাভীর দুধ উৎপাদনকাল যত বেশি সে গাভী বেশি দুধ দেয় অথাৎ বেশি দিন ধরে দুধ দিতে পারে। গাভীর দুধ উৎপাদনকাল অনেকটা গাভীর জাত নির্বাচন, উন্নতমানের খাদ্য, বাসস্থান এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা উপর নির্ভর করে থাকে। সঠিক ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন, গাভীকে নিয়মতি পুষ্টিকর দানাদার খাদ্য ও কাঁচা ঘাস প্রদান, সময়মত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান এবং রোগ বালাই দমন করার মাধ্যমে দুধ উৎপাদনকাল কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব। বর্ণিত বিবেচনায় প্রকল্প থেকে সংশিষ্ট বিষয়ে নানাবিদ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে গাভীর দুধ দেয়ার সময়কাল গড়ে দেশী ও উন্নত জাতের উভয় ধরনের গাভীর ক্ষেত্রে ১০ দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের শুরুতে মোট দুধ উৎপাদন কাল দেশী গাভীর ছিল ১৭৫ দিন এবং উন্নত জাতের গাভীর ১৯৫ দিন। প্রকল্প শেষে মোট দুধ উৎপাদন কাল দেশী গাভীর ১৮৫ দিন এবং উন্নত জাতের গাভীর ২০৫ দিনে উন্নিত হয়েছে (বিস্তারিত টেবিল-১১ এবং গ্রাফ-১২ তে)।

টেবিল- ১১ঃ গাভীর দুধ উৎপাদনের সময়কাল বৃদ্ধি ঃ

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চূড়ান্ত মূল্যায়নে
দেশী গাভী	১৭৫ দিন	১৮৫ দিন
উন্নত জাতের ক্রস গাভী	১৯৫ দিন	২০৫ দিন

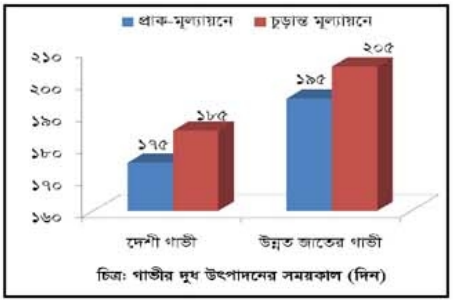

চিত্র: গাভীর দুধ উৎপাদনের সময়কাল (দিন)

২.৩ দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ

প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গাভী পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন করা। অধিক দুধ উৎপাদনের জন্যে প্রকভুক্ত খামারীদের মাধ্যমে প্রকল্প আওতায় নানাবিদ কর্মকান্ড যেমন: খামারীদের আদর্শ গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন, উন্নতজাতের ঘাসের কাটিং সরবরাহের শাধ্যমে উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন, ব্যসস্থান ব্যবস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, রোগ বালাই দমণের জন্যে গাভীকে নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাক প্রদান ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হয়। সফলভাবে বর্ণিত কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদেও দুধালো গাভীর সংখ্যা পূর্বেও তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। গাভীর সংখ্যার পাশাপাশি গাভীর দুধ উৎপাদনকালও গড়ে ১০দিন করে বেড়েছে যা সার্বিকভাবে গাভী প্রতি দুধ উৎপাদন সহ মোট দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকল্পের শুরুতে মোট দুধেল গাভীর সংখ্যা ছিল ৫২৫ টি (উন্নত জাতের ৯৪ টি এবং দেশী জাতের ৪৩১ টি) যা প্রকল্প শেষে দাড়িয়েছে ৫৮২ টিতে (উন্নত জাতের ১৭২টি এবং দেশী জাতের ৪১০ টি)। প্রকল্প শুরুতে গড়ে গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২.৯২ লিটার এবং দৈনিক মোট দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫৩৫ লিটার। প্রকল্প শেষে গড়ে গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদনের বেড়ে দাড়িয়েছে ৪.৭১ লিটার এবং দৈনিক মোট দুধ উৎপাদনের পরিমাণ দাড়িয়েছে ২৭৪০ লিটার। প্রকল্প শেষে গাভী প্রতি দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদন বেড়েছে ১.৩০% এবং দৈনিক মোট দুধের উৎপাদন বেড়েছে গড়ে ৩৮.৩২%। এ মধ্যে দেশী জাতের গাভী প্রতি গড়ে দৈনিক দুধ উৎপাদন বেড়েছে ১.১ লিটার এবং উন্নত জাতের গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদন বেড়েছে ১.৬ লিটার (বিস্তারিত টেবিল-১ তে)।

টেবিল-১২ঃ দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চুড়ান্ত মূল্যায়নে	বৃদ্ধি
দেশী গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদন	২.১ লি.	৩.২ লি.	দেশী গাভী প্রতি দৈনিক -১.১ লিটার
উন্নত জাতের গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদন	৬.৭ লি.	৮.৩ লি.	উন্নত জাতের গাভী প্রতি দৈনিক -১.৬ লিটার
মোট দুধ উৎপাদন (দেশী+উন্নত)	১৫৩৫	২৭৪০	দৈনিক মোট দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি ৩৮.৩২%

২.৪ উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি :

প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল গাভী পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন কওে উদ্যোক্তাদেও আয়বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্য সামনে রেখে প্রকল্পের সকল কর্মকান্ড গ্রহণ করা হয়েছে। সফলভাবে প্রকল্পের সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে উন্নতজাতের একটি কওে দেশী গাভী পালন কওে দুধ বিক্রির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বাৎসরিক আয় পূর্বেও তুলনায় ৭১.২৪% এবং উন্নতজাতের একটি কওে ক্রস গাভী পালন করে আয় ৫১.৯৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। গড়ে দুধালো গাভী পালন কওে দুধ বিক্রি থেকে উদ্যোক্তাদেও বাৎসরিক আয় পূর্বেও তুলনায় ৫৫.৫৯% বৃদ্ধি পেয়েছে (টেবিল- । আয় ব্যয়ের হিসাবের ক্ষেত্রে গাভী পালনের ব্যয় হিসাবে চিকিৎসা ও খাদ্য খরচ ধরা হয়েছে (বিস্তারিত টেবিল-১৩ এবং গ্রাফ- ১৩ তে)।

টেবিল-দুধালো গাভী পালন করে দুধ বিক্রির মাধ্যমে আয় সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	আয় (টাকা)		আয় বৃদ্ধি (%)
	প্রাক-মূল্যায়নে	চুড়ান্ত মূল্যায়নে	
দেশী গাভী পালন থেকে	৪৩০৮	৭৩৭৭	৭১.২৪
উন্নত জাতের গাভী পালন থেকে	১৮৭১৭	২৮৪৪৮	৫১.৯৯
মোট গাভী পালন থেকে (দেশী+ক্রস)	২৩০২৫	৩৫৮২৫	৫৫.৫৯

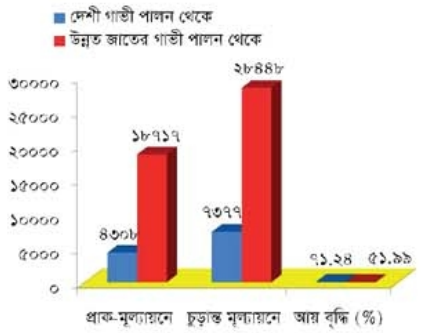

চিত্র: দেশী এবং উন্নতজাতের গাভী পালন থেকে আয় (টাকা) সংক্রান্ত তথ্য

২.৫ গাভীর মৃত্যুহার হ্রাস :

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা সেবা সহজে খামারীদের দোরগোরে পৌছে দিয়ে এবং খামারীদের গাভী পালনের উন্নত ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্থ করে গাভীর মৃত্যুহার কমানো। বর্ণিত বিবেচনায়, প্রকল্প থেকে প্রকল্পের পুরো সময় প্রকল্প এলাকায় থাকার জন্যে একজন ভেটেরিনারী ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হয়েছে; একটি মিনি ভেটেরিনারী ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে; ১০০টি টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান ক্যাম্প আয়োজন করে প্রকল্পভুক্ত সকল গরুকে টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক খাওয়ানো হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের ডাক্তারের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত খামারীদের সার্বক্ষনিক কারিগরী, প্রযুক্তি, পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো

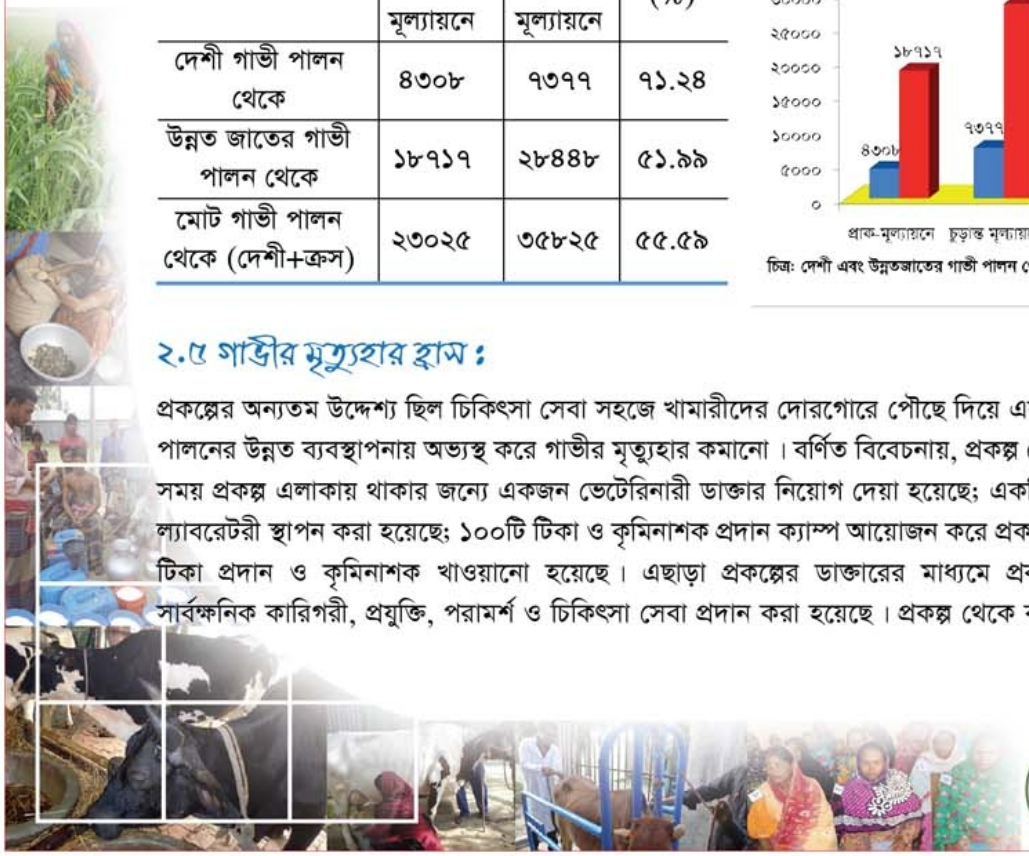

সহ খামরীদের প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে উন্নত খাদ্য ও বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্থ করানো হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ সফলভাবে দুই বছর বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্তখামারীদের গরুর মৃত্যুহার ৮.০২% থেকে নেমে ১.৩৮% এ নেমে এসেছে। প্রকল্প শুরুর পূর্বের এক বছরে খামারীদের ১৫৭১ টি গরুর মধ্যে ১২৬ টি গরু তড়কা, বাদলা, ক্ষুরা, দুধজ্বর ও পেট ফাপা রোগে মারা গিয়েছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে ২৭৪৬ টি গরুর মধ্যে ৩৮ টি গরু দুধজ্বর, ক্ষুরা ও পেট ফাপা রোগে মারা যায় (প্রথম বছরে মারা যায় ২২টি এবং দ্বিতীয় বছরে মারা গেছে ১৬ টি গরু)। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য টেবিল-১৪তে এবং গ্রাফ-১৪ এ দেয়া হয়েছে।

টেবিল-১৪ঃ গরুর মৃত্যুহার সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রাক-মূল্যায়নে	চুড়ান্ত মূল্যায়নে
মৃত গরুর সংখ্যা	১২৬ টি	৩৮ টি
গরুর মৃত্যুহার	৮.০২ %	১.৩৮ %

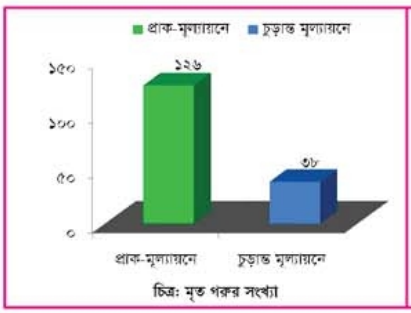

চিত্র: মৃত গরুর সংখ্যা

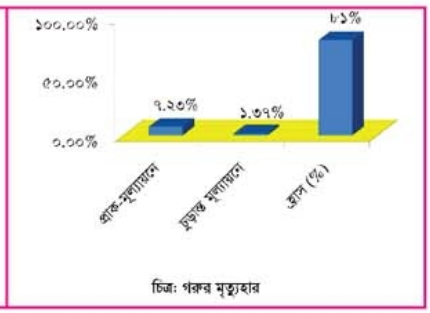

চিত্র: গরুর মৃত্যুহার

কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি

প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় গরুও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সমস্ত গরুসহ সকল ধরণের গবাদীপশুর চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের জন্যে প্রকল্প এলাকায় ২৯জন গবাদীপশুর ঔষধ বিক্রেতা তৈরী বা ভেটেরিনারি ফার্মেসী স্থাপিত হয়েছে যা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছিল ১৮ জন অর্থাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬১.১১%। পাশাপাশি পশুখাদ্য রেডি ফিড বিক্রিও জন্যে ৩৪জন ডিলার/গো-খাদ্য বিক্রেতা তৈরী হয়েছে যা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছিল ২২জন (বিস্তারিত টেবিল-১৫ এবং গ্রাফ-১৫ তে)। এছাড়া প্রকল্পের প্রভাবে নতুন কওে অনেক খামারী ভালো জাতের গাভী ক্রয় করেছে , অনেকে খামার বড় আকারের করেছে এবং উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

টেবিল-১৪ঃ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	প্রকল্প শুরুতে	প্রকল্প শেষে	বৃদ্ধি (%)
ঔষধ বিক্রেতা/ ভেটেরিনারি ফার্মেসী	১৮	২৯	৬১.১১
গো-খাদ্য বিক্রেতা	২২	৩৪	৫৪.৫৫

চিত্র: প্রকল্প এলাকায় গো-খাদ্য ও ঔষধ বিক্রেতার সংখ্যা

গরু মোটাতাজাকরন সাব–সেক্টর উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্পভুক্ত খামারীরা দেশী জাতের গাভী পালন করতো। উন্নত জাতের ক্রস গাভী পালনে ভীতি ছিল। এ ভীতি দূও করার জন্যে প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কারিগরী, প্রযুক্তি, পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের বর্ণিত কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত খামারীদেও উন্নত জাতের গাভী পালনের ভীতি দূও হয়েছে। বর্তমানে খামারীরা উন্নত জাতের গাভী পালনের পাশাপাশি উন্নত জাতের ষাড় মোটাতাজাকরণ শুরু করেছে। প্রকল্প

গরু মোটাতাজাকরণ

শুরুও দ্বিতীয় বছর (২০১৩ সালে) প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরী, পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা নিয়ে প্রকল্পভুক্ত ৬০০জন গাভী পালনকারী খামারীর মধ্যে ২৭৫জন খামারী গত কোরবানীর মৌসুম সামনে রেখে গরু মোটাতাজাকরণ করেছিল। যেখানে প্রকল্প বাস্তাবায়িত সংস্থার শাখা অফিস তোরাপগঞ্জ থেকে ২০১৩ সালে প্রকল্পভুক্ত ২৭৫ জন সদস্যেও মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষাধিক টাকা গরু মোটাতাজাকরণে ঋণ বিতরণ হয়েছে যা এ প্রকল্পের একটি অন্যতম অর্জন বা সাফল্য।

উপসংহার

টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার চরাঞ্চলের গাভী পালন ব্যবসাগুচ্ছের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধিকল্পে ঋরহধহপব ভড়ৎ উহঃবৎঢ়ৎরংব উবাবষড়ঢ়সবহঃ ধহফ উসঢ়ষড়ুসবহঃ ঈৎবধঃরড়হ (ঋউউউঈ) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত "চরাঞ্চলে গাভী পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন ও আয়বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-২" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার গাভী পালনকারীরা প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান লাভ করেছে। যা তাদের আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। গাভী পালনকারীরা এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে প্রযুক্তি জ্ঞান লাভ করেছে তার প্রয়োগ করে লাভবান হতে পারছে বিধায় তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এছাড়া প্রকল্পভুক্ত গাভী পালনকারীদের সফলতা দেখে এবং প্রকল্পভুক্ত চাষীদের সহায়তায় প্রকল্প বহির্ভূত জনগোষ্ঠীও প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মত ভবিষ্যতেও উপকৃত হতে থাকবে।

এটি একটি কারিগরি সহায়তামূলক প্রকল্প। এ প্রকল্পের কারিগরি জ্ঞান গাভী পালনকারী পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রয়োগে সহায়ক হিসেবে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান প্রকল্পটির লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ অবদান রেখেছে। দেশের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় সাব-সেক্টর উন্নয়নে এ ধরনের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা সংশিষ্ট সাব-সেক্টর উন্নয়নে আরও বেশি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

১) উন্নত জাতের গাভী পালন একটি শ্রমসাধ্য ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা নির্ভর। উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে খামারীদের আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব তা প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রমাণিত হয়েছে। দেশী গাভীর তুলনায় উন্নত জাতের গাভী পালন তুলনামূলক ব্যয়সাপেক্ষ। তাই সফলভাবে এটি ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে খামারীদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

২) দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীকে সবুজ ঘাস সরবরাহ করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে ৯০ শতাংশ খামারীর ১২ মাস সবুজ ঘাস সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেই। তারা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত কাঁচা ঘাসের উপর নির্ভরশীল। দিন দিন কাচা ঘাস উৎপাদিত জমির পরিমান (আবদী ও অনাবাদী জমি) কমে যাচ্ছে। যা সময়মত এবং সারা বছরব্যাপী কাঁচা ঘাস প্রাপ্তির অন্তরায়।

৩) গবাদি প্রাণী লালন পালনের ক্ষেত্রে মোট খরচের শতকরা ৭০ ভাগই খাদ্যের জন্য ব্যয় হয়। এই ৭০ভাগ খরচের বেশির ভাগ ব্যয় গাভীর জন্যে দানাদার খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় হয়ে থাকে। আর এই দানাদার খাদ্যের দাম দিন দিন বেড়েই চলছে। যা উন্নত জাতের গাভী পালনে ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা।

৪) আমাদের দেশের গাভীর উৎপাদনশীলতা (দুধ উৎপাদন) তুলনামূলকভাবে কম যা লাভজনকভাবে গাভী পালনের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনের একটি অন্তরায়।

৫) খামারীরা সবসময় গাভীর ওজন পরিমাপ করে না বা করতে চায় না। কিন্তু উন্নত জাতের গাভীকে তার শরীরের ওজন অনুপাতে খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। খাদ্যের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ হবে দানাদার খাদ্য এবং দুই তৃতীয়াংশ হবে সবুজ ঘাস। গাভীকে তার শরীরের ওজন অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য না দিলে গাভীর স্বাস্থ্য খারাপ হবে, দুধ উৎপাদন কমে যাবে, ওজন কমে যাবে, বাচ্চা দেয়ার জন্য সহজে গরম হবে না এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে।

৪) গাভী হচ্ছে দৈনিক আয় প্রদানকারী প্রাণী। আমাদের দেশের ৯৫ শতাংশ খামারী আয়-ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করে রাখে না। আয়-ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ না রাখলে খামারী বুঝতে পারবে না তার কি পরিমান লাভ ক্ষতি হচ্ছে।

৫) সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত গাভী পালন এবং দুধ উৎপাদনের জন্য নিয়মিত টিকা, কৃমিনাশক খাওয়ানো ও কৃত্রিম প্রজননের জন্য উন্নতমানের সীমেন প্রয়োজন। সময়মত টিকা ও ভালোমানের সীমেন প্রাপ্তি খামারীদের জন্যে একটি চ্যালেঞ্জ।

সুপারিশ

১) ফিল্ড ভিত্তিক হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, নিয়মিত ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা, ক্রস ভিজিট, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কার্ডে নিয়মিত তথ্য সংরক্ষণ, চিকিৎসা, প্রযুক্তি ও পরামর্শ সেবা ইত্যাদি কর্মকান্ডের প্রসারের মাধ্যমে গাভী পালনের মৌলিক বিষয়গুলোতে খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে দুগ্ধশিল্পকে আরও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। যা অধিক গ্রামীণ পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২) প্রকল্প এলাকায় সকল খামারীর অনাবাদী জমি যেমন: পুকুরের ধার, বাড়ির আঙ্গিনা, ক্ষেতের আইল সহ কিছু আবাদী জমিতে উন্নত জাতের বহুবর্ষজীবী কাঁচা ঘাসের চাষ করে সারা বছর ব্যাপী গাভীর কাচা ঘাসের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে খামারীদের বিনামূল্যে উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা যেতে পারে এবং উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং কোথায় পাওয়া যায় সে সকল প্রতিষ্ঠান যেমন: স্থানীয় প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই), সাভার ইত্যাদির সাথে লিংকেজ করিয়ে দেয়া যেতে পারে।

৩) দানাদার খাদ্যের জন্যে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদন দিয়ে প্রকল্পের খামারীদের নিয়ে ছোট আকারে সুষম রেডি ফিডের মিল করা যেতে পারে। যেখান থেকে "ঘড় খড়ংং ঘড় চৎড়ভরঃ" ভিত্তিতে রেডি ফিড তৈরী করে দেয়া যেতে পারে।

৪) ভালো এবং উন্নতমানের গাভী পেতে হলে আরও কৃত্রিম প্রজনন সেবা কেন্দ্র তৈরী করে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে যাতে করে খামারীরা সময়মত এবং কম মূল্যে এ সেবা পেতে পারে।

৫) খামারীরা যাতে দুধের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য খামারী, প্যাকেট দুধ বিক্রয়কারী ও দুগ্ধ সামগ্রী উৎপাদনকারীদের নিয়ে সমিতি তৈরী এবং দুধ বিক্রির জন্য আরও অধিক দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র তৈরী করা যেতে পারে।

৬) এলাকা ভিত্তিক লাইস্টক প্রোভাইডার তৈরী, তাদেরকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরী করা বিশেষ করে কৃত্রিম প্রজননও টিকা প্রদান বিষয়ে পারদর্শী করে তোলা এবং এলাকাভিত্তিক মিনি ল্যাব স্থাপন এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ভেটেরিনারী চিকিৎসা সেবা সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গাভীর স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ঠিক রাখা যেতে পারে।

৭) স্থানীয় প্রানীসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে খামারীদের এশটি শক্তিশালী লিংকেজ তৈরীর মাধ্যমে গুনগতমান সম্পন্ন উন্নত জাতের ষাড়ের সীমেন, সময়মত টিকা ও কৃমিনাশক প্রাপ্তি এবং প্রদান সহ চিকিৎসা সেবা সময়মত খামারীদের কাছে পৌছে দেয়া সম্ভব।

কেস স্টাডি-১

সফল দুধ ব্যবসায়ী স্বপন কুমার ঘোষ

স্বপন কুমার ঘোষ টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সন্তোষ ঘোষপাড়া গ্রামের অধিবাসী। দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বাল্যকালে তাঁর ভাগ্যে লেখাপড়া জোটে নাই। যৌবনকালে পাশের গ্রামের সাবিত্রী রানী ঘোষের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের দুই সন্তান। পিতার বসতভিটায় ৪ শতাংশ জমি ও টিনের একটি ছোট দোচালা ঘর তাদের একমাত্র সম্বল। অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট, রোগবালাই যেন তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। দারিদ্র্যের যাতাকালে পিষ্ট হয়েও মনোবল হারাননি স্বপন ঘোষ। তাঁর আশা ও বিশ্বাস ছিল এই কষ্টের একদিন অবসান ঘটবে। দারিদ্র্যের কারণে দিশেহারা স্বামী তাঁর স্ত্রীকে পরামর্শ দিলেন এসএসএসএর চারাবাড়ি শাখায় ভর্তি হতে। স্বামী স্বপন ঘোষের পরামর্শ অনুযায়ী সাবিত্রী চাড়াবাড়ি শাখায় ৬৯ নং ঘোষপাড়া মহিলা সমিতিতে ভর্তি হন। তাঁর সদস্য নং ১৩৩। প্রথম দফায় ১০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে স্থানীয় বিভিন্ন বাজার থেকে অল্প পরিমানে দুধ সংগ্রহ করে ঘি এর ব্যবসা শুরু করেন। এতে তার ভাগ্যে চাকা ধীরে ধরিে ঘুরতে থাকে। এরপর ২০১২ প্রকল্পটি তোরাগঞ্জে বাস্তবায়ন শুরু হলে প্রকল্পের সহায়তা প্রকল্প এরাকা ভাবানীপুর বাজারে এশটি দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং স্বপন ঘোষকে উদ্যোক্তা হিসেবে তোরাপগঞ্জের প্রকল্পভুক্ত খামারীদের সাথে লিংকেজ করিয়ে দেয়া হয় এবং প্রকল্প থেকে দুধ সংগ্রহ, দুধ বাজারজাতকরণ এবং দুধ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট তৈরীতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। স্বপন ঘোষ প্রথমে দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রটি হতে ৫০-১০০ লিটার দুধ সংগ্রহ করে বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য তৈরী করে স্থানীয় বাজার সহ টাঙ্গাইল শহরে বিক্রি করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে ভবানীপুর বাজার থেকে বেশি করে দুধ সংগ্রহ করতে থাকে এবং তার তার ব্যবসার পরিধি বাড়তে থাকে। সর্বশেষ ২০১৩ সালে মাঝামাঝি সময়ে সংস্থা থেকে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নেয় এবং তার ব্যবসায় লাগায়। বর্তমানে তিনি প্রতিদিন ভাবানীপুর বাজার থেকে ৪৫০-৫০০ লিটার দুধ কয়ে করে বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য যেমন: মিষ্টি

দই, টক দই ও ঘি ইত্যাদি তৈরী করে বিক্রি করছে। তিনি জানায় তার দুধ থেকে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ক্রমে বাড়ছে থাকে এবং তার ব্যবসাও বড় হচ্ছে। বর্তমানে তার উৎপাদিত পণ্যের উপর ক্রেতাদের আস্থা বেড়েছে। বভিন্ন উৎসবে, অনুষ্ঠানে বিয়ে বাড়িতে তাঁর পণ্যের জন্য বিশেষ কদর রয়েছে। তার ভাষ্যমতে বর্তমানে প্রতিমাসে তার ব্যবসা থেকে ৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা আয় হচ্ছে এবং তার এ ব্যবসায়৪-৫জন লোকের কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে তিনি বড় মেয়ে ও ছোট মেয়েকে স্থানীয় এশটি ভালো স্কুলে পড়াশুনা করাছেন। তিনি এখন স্বাবলম্বী। তাঁদের ব্যবসার আরও উন্নতির জন্য স্বামী-স্ত্রী মিলেমিশে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে তিনি এখানে ডেইরি সামগ্রীর একটি ফ্যাক্টরি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তিনি আশা করছেন তার প্রতি ভবিষ্যতেও এসএসএসএর সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। তার স্বপ্ন এখন তার ছোট কারখানাটি একটি "ডেইরি ফ্যাক্টরি" তে রুপান্তর করা ।

কেস স্টাডি-২

সফল উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে দুধ উৎপাদনকারী আলেয়া বেগম

সমাজের অন্য সব শিশুরা যে বয়সে পুতুল খেলে, বইখাতা নিয়ে স্কুলে যায়, ছুঁটে বেড়ায় গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঠিক সেই অপ্রাপ্ত বয়সে কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতা আলেয়া বেগমকে বিয়ে দিয়ে কন্যার প্রতি দায় সারেন। আলেয়া বেগমের যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর। টাঙ্গাইল সদর থানার তোরাপগঞ্জের ভবানীপুর গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ আলেয়া বেগম। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে শ্বশুর মাত্র ২০ শতাংশ (বসত ভিটা) জমি দিয়ে পৃথক করে দেন তাদেরকে। আর তখন থেকেই শুরু হয় আলেয়ার কষ্টের জীবন। বসত ভিটা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মাথা গোজার মত একটি নিজস্ব ঘরও ছিল না। এভাবে প্রায় আট বছর কেটে গেল। আলেয়ার কোল জুড়ে আসে চার ছেলে ও এক মেয়েসহ মোট পাঁচটি সন্তান। আলেয়ার স্বামী লাল মিয়া অন্যের বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করে যে সামান্য পরিমাণ আয় করতেন তা দিয়ে সাত সদস্যের পরিবার কোন রকমে অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করতে থাকেন। অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্ট, রোগ বালাই যেন তাদের ছায়ার মত অনুসরণ করে থাকে। দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়েও মনোবল হারাননি আলেয়া বেগম। তাঁর আশা ও বিশ্বাস ছিল এ কষ্টের একদিন অবসান ঘটবে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত আলেয়ার মনে পড়ে নিজ বাবার বাড়ি কাতুলীতে এসএসএস কর্তৃক সংগঠিত মহিলা সমিতির মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমের। তিনি সমিতির নিয়ম কানুনের কথা স্বামীর সংগে আলোচনা করেন। তখনও আলেয়ার শ্বশুর বাড়ি ভবানীপুর গ্রামে এসএসএসএর কোন কার্যক্রম শুরু হয়নি। আলেয়া বেগমের কথায় তাঁর স্বামী উৎসাহিত হয়ে উক্ত গ্রামে কর্মরত কর্মীর সঙ্গে দেখা করেন।

মাঠ কর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী ২৪ জুন ১৯৯৪ তারিখে আলেয়া কাতুলী গ্রামে ১৭৩ নং মহিলা সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। এসএসএসএর নীতিমালা অনুযায়ী গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণের আওতায় তিনি প্রথম দফায় ২০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকার সংঙ্গে তাঁর নিজস্ব কিছু পুঁজি দিয়ে তিনি একটি দেশী জাতের গাভী কিনেন। কেনার কয়েক মাসের মধ্যে গাভীটি একটি বাছুর প্রসব করে এবং প্রতি দিন ৩-৪ লিটার দুধ দিতে থাকে। তিনি কিছু দুধ নিজের পরিবারের জন্য রেখে অবশিষ্ট দুধ বাজারে বিক্রি করেন। দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে তিনি তাঁর সংসারের ব্যয়ভার বহন করার সাথে কিছু টাকা জমা করে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। প্রথম দফার ঋণ পরিশোধ করার পর দ্বিতীয় দফায় ৪০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দফার ঋণের টাকা এবং তাঁর গাভীর বাছুর বিক্রি করা টাকা একত্রে করে তিনি আরও একটি দেশীয় জাতের গাভী ক্রয় করেন। এভাবে আলেয়া বেগম তাঁর গরুর পাল বাড়াতে থাকে। ২০১২ সালের দিকে প্রকল্প গ্রহণের পর আলেয়া বেগম প্রকল্পের আওতায় উন্নত জাতের গাভী পালন উপর প্রশিক্ষণ গস্থহণ করেন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থীর সঙ্গে আলেয়া বেগমও উন্নত জাতের গাভী সমৃদ্ধ "টাংগাইল সোনালী ডেইরি ফার্ম" পরিদর্শন করেন। মূলত এখানে এসে উন্নত জাতের গাভী পালনে উদ্ভূদ্ধ হন এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের টেশনিক্যাল অফিসারের পরামর্শে তার পালের দুটি গরুকে উন্নত জাতের হলস্টেইন ষাড়ের সীমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন করান। দুটি গাভীই ২০১৩ সালে উন্নত জাতের দুটি বাচ্চা দেয়। আলেয়া বেগম একটি গাভী বাচ্চাসহ ৫০,০০০ টাকা বিক্রি করেন। এবার বিক্রির টাকা সহ সংস্থার কাছ থেকে এবার ৮০,০০০ টাকা ঋন নেয়। দুই টাকা মিলে তিনি বাচ্চাসহ দুটি উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করেন।

বর্তমানে গাভী দুটি গড়ে ২০লি. করে দুধ দিচ্ছে। পাশাপাশি তার পালে রহিত অপর দেশী গাভীটি ৪-৫লিটার করে দুধ দিচ্ছে অথাৎ বর্তমানে আলেয়া বেগমের গাভী থেকে মোট ২৫লিটার দুধ পাচ্ছে। গাভী পালনের সাথে সাথে আলেয়া বেগম প্রকল্প থেকে কারিগরী, পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা নিয়ে গত বছর (২০১২ সালে) দুটি ষাড় গরু মোটাতাজাকরণ করে ১,১০,০০০ টাকা বিক্রি করেছিল। দুধ বিক্রির জমানো টাকা এবং গরু বিক্রির টাকা দিয়ে তিনি তার এক ছেলে বিদেশে পাঠিয়েছে। অপর ছেলে এবং মেয়ে স্কুলে পড়াচ্ছেন। এয়াড়া তিনি এই গাভী পালন করেই একটি শ্যালো মেশিন ক্রয় করেন। বর্তমানে আলেয়া বেগমের পালে গাভীসহ বর্তমানে ১০টি গরু আছে যার মধ্যে ৪টি গাভী, ২টি ষাঁড় ও ৪টি বাছুর রয়েছে যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৭,০০০০০-৮,০০০০০ টাকা। গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভীর দুধ বিক্রি করা টাকা দিয়ে আজ সে পরিবারের যাবতীয় চাহিদা মিটিয়েও বসতভিটার ২০ শতাংশ জমি থেকে ৫৭ শতাংশে বৃদ্ধি করেছে। তিন বিঘা আবাদি জমি ক্রয় বাড়ির টিনের ঘর, সেনিটারি ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল দেয়া সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি ক্রয় করেছে। তিনি আর বর্তমানে সংস্থা থেকে ঋণ নেয় না বরং সংস্থায় ২৪২৬০ টাকা সঞ্চয় জমা আছে। বর্তমানে স্বামী, ছেলে ও মেয়ে নিয়ে আলেয়া বেগম বেশ সচ্ছলতার সঙ্গে দিন যাপন করছেন। আর এই স্বচ্ছলতার পিছনে ছিল মনোবল, সাহস, ধৈর্য ও স্বামীর সার্বিক সহযোগিতা। এখন আলেয়া বেগমের স্বপ্ন দেখেন খুব শিঘ্রই তার বাড়িটি পাকা হবে এবং বাড়িতে একটি ডেইরি ফার্ম করবেন। তিনি এখন প্রকল্প এলাকার সকল গাভী পালনকারীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

সংযুক্তি-১

গরুর ভ্যাকসিনেশন সিডিউল

টিকার নাম	রোগের নাম	প্রথম প্রয়োগ	প্রয়োগ মাত্রা	প্রয়োগ স্থান	বোস্টার ডোজ	সংরক্ষণ তাপমাত্রা	সংরক্ষণের মেয়াদ
খুরারোগের টিকা	খুরারোগ (FMD)	৪ মাস বয়স	৯ মিলি	চামড়ার নিচে	৪ মাস	৪-৮° C	৩-৬ মাস
তড়কা টিকা	তড়কা (Anthrax)	৬ মাস বয়স	১ মিলি	চামড়ার নিচে	১ বছর	৪-৮° C	৬ মাস
বাদলা টিকা	বাদলা রোগ (BQ)	৬ মাস বয়স	৫ মিলি	চামড়ার নিচে	৬মাস	৪-৮° C	৬ মাস
গলাফুলা টিকা	গলাফুলা রোগ (HS)	৬ মাস বয়স	২ মিলি	চামড়ার নিচে	১ বছর	৪-৮° C	৬ মাস
জলাতংক টিকা	জলাতংক রোগ (Rabis)	৩ মাস বয়স	৩ মিলি	মাংসে	১ বছর	-২০° C	১ বছর

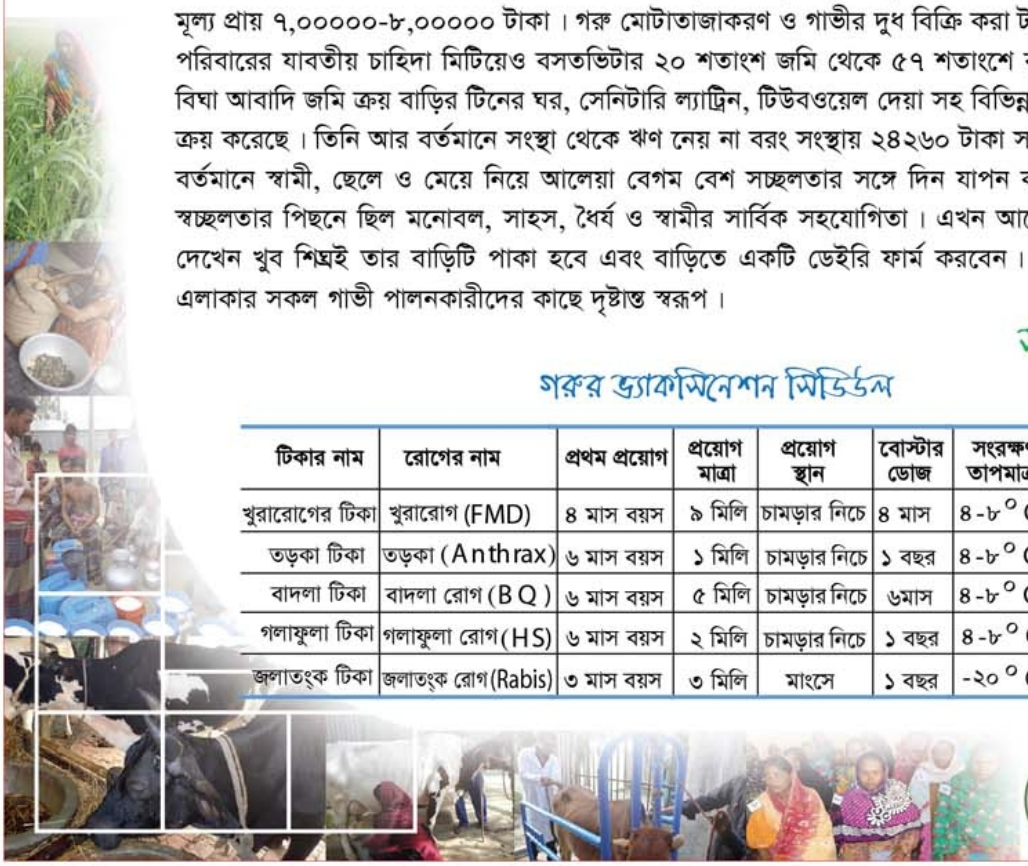

গরুর কৃমিনাশক খাওয়ানোর সিডিউল

গরু	বয়স	ঔষধের নাম	ঔষধের মাত্রা	পুনরায় ঔষধ প্রয়োগের সময়	ঔষধ প্রয়োগের পদ্ধতি
বাছুর	১-৬ মাস পর্যন্ত	পাইপারভেট/রেনাপার/ এভিপার/পেরাভেট	২০-২৫ গ্রাম প্রতি ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য	৩ মাস পরপর	খাবার/পানির সাথে
বাড়ন্ত গরু	৬ মাস- ২ বছর	রেনাডেক্স/এনডেক্স/ এলটিভেট/এন্টিওর্ম/ ট্রাইলেভ-ভেট/লেভেক্স /ট্রিমিসল/লেজল	১/২- ১টি ট্যাবলেট প্রতি ৪০-৮০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য	৩-৪ মাস পরপর (উচু অঞ্চলে বছরে ৩ বার এবং নীচু অঞ্চলে বছরে ৪ বার	খাবারের সাথে
গাভী/ষাড়	২ বছরের উর্দ্ধে	রেনাডেক্স/এনডেক্স/ এলটিভেট/এন্টিওর্ম/ ট্রাইলেভ-ভেট/লেভেক্স /ট্রিমিসল/লেজল	১টি ট্যাবলেট প্রতি ৫০-৭৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য	৩-৪ মাস পরপর (উচু অঞ্চলে বছরে ৩ বার এবং নীচু অঞ্চলে বছরে ৪ বার	খাবারের সাথে
গর্ভবতী গাভী	গর্ভধারণের ৩ মাস পর	রেনাডেক্স/এনডেক্স/ এলটিভেট/এন্টিওর্ম/ ট্রাইলেভ-ভেট/লেভেক্স /ট্রিমিসল/লেজল/ নাইট্রোনেক্স	১টি ট্যাবলেট প্রতি ৫০-৭৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য	৪ মাস পরপর	খাবারের সাথে, নাইট্রোনেক্স চামড়ার নীচে ইনজেকশন দিতে হবে।

সংযুক্তি-২

গাভীর জন্য সুষম দানাদার খাদ্য মিশ্রণ (গ্রাম/কেজি)

উপাদান	মিশ্রন-১	মিশ্রন-২	মিশ্রন-৩	মিশ্রন-৪	মিশ্রন-৫
চালের খুদ	-	-		২০০	১০০
গম ভাঙ্গা	-	১৫০	১৫০	-	-
খেসারী ভাঙ্গা	-	-	-	-	২২০
গম ভূঁষি	৫৪০	২৩০	২৩০	১৫০	১৫০
চালের কুঁড়া	-	৩০০	৩০০	১৮০	২৫০
খেসারীর ভুঁষি	২০০	১০০	১০০	-	-
মসুরের ভুঁষি	-	-	-	২৪০	-
তিলের খৈল	১৫০	-	-	১৫০	-
নারিকেলের খৈল	-	-	-	-	২০০
সরিষার খৈল	-	১৪০	১৪০	-	-
শুটকি মাছের গুঁড়া	৮০	৫০	৫০	৫০	৫০
লবন	৫	৫	৫	৫	৫
ঝিনুকের গুঁড়া	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫
মোট	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
পুষ্টিমান এম ই (মেগাজুল/কেজি)	১০.৭১	১১.২৬	১১.০৪	১১.০৬	১১.০৬
প্রোটিন (%)	২০৭	১৮৭	১৮১	১৮৪	১৮৪

গাভী পালনের ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ শীট

ব্যয়ের সংক্রান্ত তথ্য :

তারিখ	ব্যয়											
	চলতি সপ্তাহ খাদ্য খরচ			চলতি মাসে খাদ্য খরচ			চলতি সপ্তাহে চিকিৎসা ও ঔষধ খরচ	চলতি মাসে চিকিৎসা ও ঔষধ খরচ	চলতি মাসে কৃত্রিম প্রজনন খরচ	চলতি মাসে শ্রমিক খরচ	চলতি মাসে অন্যান্য খরচ	চলতি মাসে মোট খরচ
	খড়	দানাদার	কাঁচা ঘাস	খড়	দানাদর	কাঁচা ঘাস						

আয়ের সংক্রান্ত তথ্য :

তারিখ	আয়						মোট আয়	নীট আয়
	চলতি সপ্তাহে দুধ বিক্রির পরিমান	চলতি সপ্তাহে দুধ বিক্রি (টাকা)	চলতি মাসে দুধ বিক্রির পরিমান	চলতি মাসে দুধ বিক্রি (টাকা)	চলতি মাসে গোবর বিক্রি (টাকা)	চলতি মাসে অন্যান্য আয়		

সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)

ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল ।

ফোন ঃ ০৯২১-৫৩১৯৫ এক্স. ৫৩৬২২

ই-মেইল ঃ ssstgl@yahoo.com, sssgl@btcl.net.bd

ওয়েবসাইট ঃ http://www.sss-bangladesh.org